পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৪র্থ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১৪ email: jatiodak@gmail.com

মাটিরাঙ্গায় পাহাড়ি গ্রামে সেটলারদের হামলা: বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট

বিশেষ রিপোর্ট ॥ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার বেলছড়ি ইউনিয়ন ও মাটিরাঙ্গা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত পাহাড়িদের দু'টি গ্রামে সেটলার কর্তৃক হামলা, বৌদ্ধ বিহার ও বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ সহ ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। গত ২৫ জানুয়ারি শুক্রবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ৮টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১০ নং রাবার বাগান এলাকার বটতলী নামক স্থানে একটি ইটভাটায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ফারুক হোসেন(১৯) নামে এক শ্রমিক নিহত ও আবুল হোসেন (৫৫) ও মো. শাহজাহান (৩০) নামে দু'জন আহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটলাররা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং পাহাড়ি বিরোধী শ্লোগান দিয়ে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালায়। এ সময় পাহাড়িরা ভয়ে সবাই জঙ্গলে পালিয়ে গেলে সেটলাররা হরিধন মগ পাড়া ও পূর্ব খেদাছড়ার হেমঙ্গ কার্বারী পাড়ায় পাহাড়িদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও ব্যাপক লুটপাট চালায়। ২য় পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগামে রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত ২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০১২ তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল সমাবেশ, শিশু র‍্যালি, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, আলোচনা সভা, চা চক্র ও মতবিনিময় সভা, দর্শনীয় স্থানে দলীয় পতাকা উত্তোলন, ব্যানার ফেস্টুন টানানো এবং দলীয় কার্যালয়ে বিপ্লবী সংগীত বাজানো ইত্যাদি। এসব কর্মসূচি পালনকালে বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও রাঙ্গামাটির নান্যাচর উপজেলা সদর ও যাত্রী ছাউনিতে টানানো দুটি পতাকা নান্যাচর জোনের এনসিও ওবায়দুল ও শাহাদাতের নেতৃত্বে তুলে নেয়া হয়। অপরদিকে খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন বর্মাছড়ি বাজারসহ বিভিন্ন স্থান থেকে থিরাম আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মেহেদীর নেতৃত্বে ইউপিডিএফের টানানো ৮টি পতাকা তুলে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালনের খবর:

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জানান, ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ বুধবার ইউপিডিএফের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে শিশু র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। "উদ্ধত রাইফেল বেয়নেট সরিয়ে নাও, আমরাও চাই বিশ্বের শিশুদের মত অধিকার, ভয়-ভীতিহীন মুক্ত পরিবেশ, আমরা নিজ নিজ জাতিসত্তার স্বীকৃতি নিয়ে বড় হতে চাই" এই শ্লোগানে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠ থেকে সকাল ১১টায় শিশু র‍্যালিটি শুরু হয়ে নারাঙহিয়া, উপজেলা পরিষদ হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর মাঠে এসে শেষ হয়।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চার শ'র মতো শিশু-কিশোর ইউপিডিএফ পতাকা হাতে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোররা এ সময় "লঙ লিভ ইউপিডিএফ, ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ইউপিডিএফকে শুভেচ্ছা স্বাগতম, বন্ধুরা এসো দলে দলে-সমবেত হই ইউপিডিএফ'র পতাকাতলে, আমরা বাঙালি নই, আমাদের জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাও, পার্বত্য চট্টগ্রামকে মনুষ্য বাসযোগ্য কর, অপারেশন উত্তরণ তুলে নাও, আমাদের গড়ে উঠার পরিবেশ দাও, আমাদের বাপ-দাদার ভিটেবাড়ি বেদখল বন্ধ কর" ইত্যাদি লেখা সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড বহন করে এবং লঙ লিভ ইউপিডিএফ শ্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে তোলে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফ সংগঠক অংগ্য মারমা র‍্যালি পরিচালনা করেন। ২য় পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা

সরকার পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশ শাসন করছে

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) প্রতিষ্ঠার ১৪ বছর পূর্তিতে সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দলের সভাপতি প্রসিত খীসা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাহাড়ি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের পাশে দাঁড়াতে দেশের সকল গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রদত্ত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা ক্ষমতাসীন সরকারকে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করেন এবং সরকারের দ্বৈত নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'স্বাধীনতা সপক্ষের শক্তি বলে জাহির করলেও ১১ পাতায় দেখুন

তুরস্ক কর্তৃক যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে নাক গলানোয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সংগঠনের ক্ষোভ প্রকাশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭ গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, সাজেক নারী সমাজ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, ঘিলাছড়ি নারী সমাজ ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশে চলমান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তুরস্ক সরকারের নাক গলানো এবং ক্ষমতাসীন ১১ পাতায় দেখুন

পুলিশ সুপারকে দিয়ে কল্পনা চাকমা অপহরণ পুনঃতদন্ত প্রত্যাখ্যান

চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রাঙামাটিতে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত

দুই মাসের মধ্যে চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা না হলে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন সহ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা

রাঙামাটি পুলিশ সুপারকে দিয়ে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার পুনঃতদন্ত প্রত্যাখ্যান করে চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সংগঠনের আহ্বানে গত ২০ জানুয়ারি রবিবার রাঙামাটি জেলায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ষোল বছর পর ২০১২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) দাখিল করা চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টের উপর গত ১৩ ও ১৬ জানুয়ারি দু'দফা শুনানী শেষে রাঙামাটি মুখ্য বিচারিক হাকিম মো: সিরাজুদ্দৌল্লাহ কুতুবী পুলিশ সুপারকে(এসপি)দিয়ে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার পুনঃতদন্তের আদেশ দেন। এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, সাজেক নারী সমাজ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, ঘিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড এই সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়।

অবরোধ চলাকালে রাঙামাটি কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় সকালের দিকে পুলিশ হামলা চালিয়ে তিনজন পিকেটারকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া আর কোথাও বড় ধরনের কোন ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ পালিত হয়েছে। অবরোধের কারণে রাঙামাটি জেলা সদর ও উপজেলাগুলোতে দূরপাল্লার ও আভ্যন্তরীণ সড়কে কোন যান চলাচল করেনি এবং কোন নৌযানও ছেড়ে যায়নি।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরো রাঙামাটি জেলায় সড়ক ও নৌ পথ অবরোধ পালিত হওয়ায় পার্বত্য সাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকল পরিবহন সমিতির মালিক-কর্মচারি এবং জেলাবাসীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ভবিষ্যতেও ন্যায়সঙ্গত ১১ পাতায় দেখুন

পুলিশ সুপারকে দিয়ে কল্পনা অপহরণ ঘটনার পুনঃতদন্ত প্রত্যাখ্যান করে খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ। ছবি: জাতীয় ডাক

লংগদুতে সন্তু গ্রুপের ব্রাশ ফায়ারে দুই ইউপিডিএফ সদস্য নিহত

খাগড়াছড়ি ও ঢাকায় বিক্ষোভ

রাঙামাটির লংগদু উপজেলা মধ্য হাড়িকাবায় গত ২০ ডিসেম্বর ২০১২ বৃহস্পতিবার সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে দুই ইউপিডিএফ সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন বিদ্যা রঞ্জন চাকমা (৪৩) পিতা- মন্ত্রা চাকমা, গ্রাম- বেতাছড়া ও নবায়ন (২৪), পিতা- দীন মোহন চাকমা, গ্রাম বামে হাড়িকাবা। এছাড়া এ ঘটনায় ইউপিডিএফ নেতা সুগত চাকমা গুরুতর আহত হন।

জানা যায় ঘটনার দিন বিদ্যা রঞ্জন চাকমা সহ চার ইউপিডিএফ সদস্য সাংগঠনিক কাজে মধ্য হাড়িকাবায় যান। সেখান থেকে ফেরার পথে মধ্য হাড়িকাবার দোকান (ধনপুদি বাজার) এসে পৌঁছলে অমর চাকমা ওরফে জঙ্গী'র নেতৃত্বে সন্তু ৯ম পাতায় দেখুন

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক প্রাণেশ সমাদ্দারের জীবনাবসান

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক, বাংলাদেশ লেখক শিবির ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সংগঠক প্রাণেশ সমাদ্দার দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২০০০ সালের দিকে তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরে তার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল গঠিত হলে তিনি তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এ দুই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদবিরোধী কমিটিরও তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার সঙ্গ ও সাহচর্য থেকে বর্তমান প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের শিক্ষার অনেক কিছু ছিল। তাঁর উপস্থিতির অভাব প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা দীর্ঘদিন অনুভব করবে।

৪র্থ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ ॥

জাতীয় ডাক

ইউপিডিএফের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১ম পাতার পর

র‍্যালি চলাকালীন ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালি শেষে ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তোমাদেরকেই আগামী দিনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি শিশুদেরকে অধিকার-সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

র‍্যালি শুরুর আগে সকাল ৯টায় স্বনির্ভরে অবস্থিত ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ও বিপ্লবী সঙ্গীত বাজানো হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৯টার সময় স্বনির্ভর মাঠে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহ, সমাজ উন্নয়ন কমিটি, সর্বস্তরের জনগণ ও শিশু-কিশোররা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি জেলা ও উপজেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন যথাক্রমে প্রদীপন খীসা, কালোত্তিয় চাকমা, রিকো চাকমা, পুলক চাকমা ও নৈতিক চাকমা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চন্দনী চাকমা ও মাত্রী চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জিকো মারমা ও নিকোলাস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চন্দ্রদেব চাকমা, উমেশ চাকমা ও এলটন চাকমা, সমাজ উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অমিয় কান্তি চাকমা, সুনীতি বিকাশ চাকমা, দীপায়ন চাকমা ও ভুবনেশ্বর চাকমা। এরপর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং শিশু-কিশোররা শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহীদদের স্মরণে অবনত মস্তকে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি জেলার প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মহালছড়ি প্রতিনিধি জানান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহালছড়িতেও শিশু র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ সকাল সাড়ে ১০টায় মহালছড়ির সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠ থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে উপজেলা পরিষদ এলাকা প্রদক্ষিণ করে বাবু পাড়ায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শিশুরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত শ্লোগান দেয়। র‍্যালিতে মহালছড়ি উপজেলার ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরাও অংশ গ্রহণ করেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন শতাধিক শিশু-কিশোর র‍্যালিতে অংশগ্রহণ নেন।

এছাড়া বিকালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এক চা-চক্র ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

গুইমারা প্রতিনিধি জানান, ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ সোমবার খাগড়াছড়ির গুইমারায় সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ব্যানারে সকাল সাড়ে ১১টায় গুইমারা বাজার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পঞ্চসেন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য নন্দা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য তরুণ চাকমা। অংকন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ গত ১৪ বছরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কোন অপশক্তি ইউপিডিএফের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউপিডিএফের নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

পানছড়ি প্রতিনিধি জানান, ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউপিডিএফের পানছড়ি ইউনিটের প্রধান সংগঠক অনুপ চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ সংগঠক তুষার চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি শাখার সভানেত্রী অপরাজিতা খীসা, পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, লোগাং ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা, চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমা, পানছড়ি সদর ইউপি চেয়ারম্যান অসেতু চাকমা, লতিবান ইউপি চেয়ারম্যান শান্তি জীবন চাকমা ও সত্য নারায়ণ চাকমা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা।

বক্তারা বলেন, অধিকার আদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলন ছাড়া কোন পথ নেই। এই আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বক্তারা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্তু লারমা চক্র ও শাসকগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। এই সংঘাতের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে এবং আন্দোলনে ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। তাই এই সংঘাত বন্ধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

নান্যাচর প্রতিনিধি জানান, প্রতিষ্ঠার ১৪তম বার্ষিকীতে রাঙামাটি জেলার নান্যাচরেও বর্ণাঢ্য শিশু র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ নান্যাচর উপজেলা সদরের রেস্ট হাউজ মাঠ থেকে সকাল ১১টায় শিশু র‍্যালিটি শুরু হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার রেস্ট হাউজ মাঠে এসে শেষ হয়। "উদ্ধত রাইফেল বেয়নেট সরিয়ে নাও, আমরাও চাই বিশ্বের শিশুদের মত অধিকার, চাই ভয়-ভীতিহীন মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে, আমাদেরও প্রয়োজন খেলার মাঠ, রোদেলা দুপুরে সাতার দেবার বিল"-এসব শ্লোগানে অনুষ্ঠিত শিশু র‍্যালীতে তিন শতাধিক শিশু কিশোর অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শিশুরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত শ্লোগান দেন এবং ইউপিডিএফের দলীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা বহন করেন। ৫ম শ্রেণীর ছাত্র লেলিন চাকমা র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

র‍্যালিতে পাতাছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাপমারা প্রাথমকি বিদ্যালয়, মরাচেঙ্গে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়পুল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নান্যাচর কেজি স্কুল, নান্যাচর সদর মডেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন।

শিশু র‍্যালীর সময় ইউপিডিএফ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মী ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নান্যাচর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কুমেন্দু বিকাশ চাকমা, নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা ও নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সেন্টু চাকমা উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালি শেষে তাপুমনি চাকমা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে র‍্যালি সমাপ্ত করেন।

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি জানান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর হতে ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে সাজেক, বঙ্গলতলী, রূপকারী ও মারিশ্যা ইউনিয়ন থেকে চারটি দল অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে খেলা উপভোগ করেন।

২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় অস্থায়ী শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। রূপকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শহীদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে প্রথমে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন ইউপিডিএফের অন্যতম সংগঠক শান্তিদেব চাকমা। এরপর বাঘাইছড়ি ইউনিটের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন যথাক্রমে সমশান্তি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন যথাক্রমে নতুন কুমার চাকমা ও অঙ্গদ চাকমা এবং মগবান গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন যথাক্রমে সময় বিজয় চাকমা, এলিট চাকমা ও সুবেন্দু বিকাশ চাকমা। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে শহীদদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শান্তিদেব চাকমা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এরপর বিকাল ৩টায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান তারুচি চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফের অন্যতম সংগঠক শান্তিদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, রূপকারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্বকল্যাণ চাকমা ও জ্ঞানজীব চাকমা।

বান্দরবান প্রতিনিধি জানান, ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বান্দরবান সদরের বালাঘাটায় ইউপিডিএফ কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। "যে জাতি অন্য জাতিকে শোষণ-নিপীড়ন করে সে জাতি নিজেও স্বাধীন নয়" এই থিমকে সামনে রেখে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ সকাল সাড়ে ১০টায় ইউপিডিএফ বান্দরবান জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ সংগঠক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এচিং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কাউখালী থানা শাখার সভাপতি অর্জুন চাকমা ও বান্দরবান জেলার সদস্য এচিমং মারমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তরুণ চাকমা ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের নেতা এমএম পারভেজ লেলিন।

বক্তারা বলেন, দমন পীড়ন চালিয়ে ইউপিডিএফের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। পার্বত্য চুক্তিকে অসম্পূর্ণ ও ভাওতাবাজিমূলক আখ্যায়িত করে তারা বলেন, পাহাড়ি জনগণের মৌলিক দাবিগুলো পূরণ না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনোই শান্তি আসবে না।

বক্তারা বলেন, সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে ধ্বংসের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনসহ ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে। কিছুদিন আগে রাঙামাটির কাউখালীতে এক মার্মা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। বান্দরবানে পাহাড়িদের হাজার হাজার একর জায়গা বহিরাগতদের বেদখলে চলে গেছে। পাহাড়িদের চেয়ে বহিরাগতরা সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়েছে।

পাহাড় এবং সমতলের নিপীড়িত-শোষিত জনগণকে মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে নেতারা বলেন, পাহাড় এবং সমতলের মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান ও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব, যেখানে দেশের সকল জাতি ও জাতিসত্তার জনগণ সমমর্যাদা ও সমঅধিকার ভোগ করবে।

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানান, গত ২৬ ডিসেম্বর বুধবার বিকালে ইউপিডিএফ'র ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামের জামালখানস্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট অফিসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউপিডিএফের চট্টগ্রাম ইউনিটের সংগঠক বুকল কান্তি চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য সচিব আমির আব্বাস, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বন্দর থানা শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা। আলোচনা সভার শুরুতে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শহীদদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করতে ইউপিডিএফ'র পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

এছাড়া দিঘীনালায় আলোচনা সভা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ইউপিডিএফের পতাকা উত্তোলন ও ব্যানার ফেস্টুন টানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর এক পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর পরই এ দলের ওপর সরকারের নির্যাতনের স্টিম রোলার নেমে আসে। বহু নেতা-কর্মী গ্রেফতার, নির্মম নিপীড়নের শিকার ও শহীদ হয়েছে এবং এখনও বিনা বিচারে কারাগারে আটক রয়েছে অনেকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পাশাপাশি ইউপিডিএফ সমতলের সংখ্যালঘু জাতি তথা দেশের আপামর জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াইয়ে নিয়োজিত রয়েছে।

মাটিরাঙ্গায় পাহাড়ি গ্রামে সেটলারদের

১ম পাতার পর

পরে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

যাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালানো হয় : সেটলাররা হরিধন মগ পাড়ায় একটি বৌদ্ধ বিহার ভাংচুর ও বিহারের জিনিসপত্র লুটপাট এবং চহ্লাঅং মারমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ কমপক্ষে ৩৫টি বাড়ি ভাঙচুর ও গ্রামের প্রায় সবক'টি বাড়িতে লুটপাট চালায়।

অন্যদিকে পূর্ব খেদাছড়ার হেমন্ত কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা বিজয় ত্রিপুরার বাড়িতে সেটলাররা অগ্নিসংযোগ করে। তারা(সেটলাররা) নীলমণি ত্রিপুরা, মানিক ধন ত্রিপুরা, দিবিন্দ্র ত্রিপুরা, যোগ্য মোহন ত্রিপুরা, ধনবাঁশি ত্রিপুরা ও ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এ ঘটনায় সেখানকার স্থানীয় পাহাড়িদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ইউপিডিএফ-এর নিন্দা ও প্রতিবাদ: ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার হরিধন মারমা পাড়া ও হেমন্ত কার্বারী পাড়ায় সেটলার কর্তৃক হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে একটি শক্তিশালী মহল তৎপর রয়েছে। যার ফলে যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটলাররা পাহাড়িদের গ্রাম ও বাড়িঘর টার্গেট করে হামলা পরিচালনা করে থাকে। এ ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে পাহাড়ি গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের সাথে জড়িত সেটলারদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি ইটভাটার শ্রমিকদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্যও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

ইউপিডিএফ-এর প্রেস সেকশান থেকে দেয়া অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মাটিরাঙ্গার ১০ নং বটতলীতে সংঘটিত নৃশংস ঘটনায় এক ইটভাটা শ্রমিক ও অপর দুই শ্রমিকের আহত হবার ঘটনায় নিন্দা, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত-আহতদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের ওপর পরিচালিত যে কোন ধরনের অন্যায় ও জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ সব সময়ই সোচ্চার-- এ নীতিগত অবস্থান পুনঃব্যক্ত করে কোন ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হতে ইউপিডিএফ আহ্বান জানিয়েছে।

মিডিয়ায় প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, উক্ত নৃশংস ঘটনার পর পরই হরিধন মারমাপাড়া ও হেমন্ত পাড়ায় নিরীহ পাহাড়িদের ওপর হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং তা স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির অপপ্রয়াস বই কিছু নয়। পাহাড়ি গ্রামে হামলাকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত তিপূরণ প্রদানের দাবিও জানিয়েছে ইউপিডিএফ। পুরো ঘটনা অবহিত না হয়ে উত্তেজনার বশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গুটিতে পরিণত না হবার জন্য ইউপিডিএফ সেটেলারসহ সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ পাহাড়ি-বাঙালি উভয়কে সজাগ ও সংঘত থাকারও আহ্বান জানিয়েছে।

নারী নির্যাতন

কাউখালীতে এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার বড়ডলু গ্রামে গত ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার এক পাহাড়ি স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তার নাম থুমা চিং মারমা(১৪) পিতা মৃত সুইথুইপ্রু মারমা, গ্রাম- বড়ডলু, কলমপতি ইউনিয়ন। সে কাউখালী পার্লস স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী এবং ডিসেম্বর ২০১২ মাসে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল।

ঘটনার দিন বিকাল ৪টার সময় বাড়ির পার্শ্ববর্তী জমি থেকে থুমাচিং মারমা গরু আনতে যায়। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ সে বাড়ি বাড়ি ফিরে না আসায় বাড়ির লোকজন তাকে খোঁজাখুজি করতে থাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যায় জমির পাশ থেকে উলঙ্গ অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ঘটনায় থুমাচিং মারমার মামা চাইথোয়াইপ্রু মারমা বাদী হয়ে কাউখালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। এ ঘটনায় পুলিশ আলাউদ্দিন নামে একজনকে গ্রেফতার করলেও আসল অপরাধীদের এখনো গ্রেফতার করেনি। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, যে স্থানে থুমাচিং মারমা লাশ যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে আধা কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে নাল্যাছড়ি উত্তর মাথা নামে একটি সেটলার গ্রাম। ১৯৮০'র দশকের শুরুর দিকে সরকার সেখান থেকে পাহাড়িদেরকে উৎখাত করে সেটলারদেরকে বসিয়ে দেয়। সেটলাররা বর্তমানে থুমাচিংদের গ্রাম বড়ডলুর অনেকখানি নিজেদের বলে দাবি করে এবং কয়েকদিন আগে ক্ষেতে আদা লাগাতে গেলে সেটলাররা মারমাদের বাধা দেয়। থুমাচিং মারমার আপন মামার সাথেও সেটলারদের জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে বলে জানা যায়। এ ঘটনার রেশ ধরে তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

লামায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টা, গ্রেফতার ১

বান্দরবানের লামায় গত ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১১ বছরের এক পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিশুটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, লামা ফাসিয়াখালি ইউনিয়নের ওয়াক্রা পাড়ায় ওই শিশু পাড়ার পার্শ্ববর্তী সমুখালে পানি আনতে যায়। সেখানে বাঁশ ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন (৩৫) একা পেয়ে শিশুটিকে জাপটে ধরেন। শিশুটি চিৎকার করলে পাড়াবাসী শুনতে পায়।

শিশুটির বাবা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ধরনের এবং মাঝেমধ্যে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

পাড়ার লোকজন আসতে দেখে পালিয়ে যাওয়ার সময় হেলাল উদ্দিনকে তারা ধরে ফেলে। তাঁর বাড়ি ফাসিয়াখালি ইউনিয়নের শামুকঝিড়ি মুখপাড়ায়।

লামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেছেন, শিশুর বাবা হেলালের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন।

পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের মরাটিলার বাশা কার্বারী পাড়ায় গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ বৃহস্পতিবারএক পাহাড়ি নারী (১৭) সেটলার কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪টার সময় ঐ নারী খাওয়ার পানি আনতে বাড়ির পাশ্ববর্তী ছড়ায় যায়। এ সময় সেখানে রাস্তা সংস্কার কাজে নিয়োজিত উল্টাছড়ি ইউনিয়নের মোল্লা পাড়ার মুজিবুর রহমানের ছেলে হাসান আলী(৩০) তার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে ঝাপটে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। তবে মেয়েটি কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পরে মেয়েটি এ ঘটনাটি তার মাকে বললে ঘটনাটি জানাজানি হয়। এ বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় ত্রিপুরা ও বাঙালি মুরুব্বীরা সামাজিকভাবে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করেছেন বলে জানা গেছে।

ঢাকার আশুলিয়ায় এক পাহাড়ি কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ: ধর্ষক গ্রেফতার

ঢাকার আশুলিয়ায় থানার সাভারের গাজীরচট এলাকায় বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি কিশোরী(১৪) ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অপহরণের পর অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ করা হয়। গত ৫ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে।

অপহরণের তিন দিন পর ৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগে তৌহিদ ইসলাম (২৭) নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

তৌহিদের বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায়। থাকতেন আশুলিয়ার গাজীরচট এলাকায়। ওই কিশোরীর বাড়ি খাগড়াছড়িতে। সে আশুলিয়ার বুড়িবাজারে এক পোশাক শ্রমিকের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৫ জানুয়ারি রাত সাতটার দিকে শিশুটি কাপড় আনার জন্য বাসার ছাদে যায়। তখন বাসায় কেউ ছিল না। এই সুযোগে তৌহিদ অন্যদের সহযোগিতায় তাকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। রাতে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরে গৃহকর্তা শিশুটিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে তিনি আশুলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। ৮ জানুয়ারি বিকেলে গাজীরচট এলাকা থেকে পুলিশ কিশোরীকে উদ্ধার করে। রাত সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশ তৌহিদকে গ্রেপ্তার করে।

ওই কিশোরীর গৃহকর্তা বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তৌহিদ ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কনিকা দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন গ্রেফতারকৃত ধর্ষক তোহিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

মাটিরাঙ্গায় সেটলার কর্তৃক ৭ বছর বয়সী এক পাহাড়ি শিশু ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি ॥ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তবলছড়ি এলাকার বর্ণাল ইউনিয়নের কদমতলী ও মাষ্টার পাড়ার মধ্যবর্তী রিপ্রু টিলা নামক স্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া ৭ বছর বয়সী এক পাহাড়ি নারী শিশু সেটলার কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছে। শিশুটি তবলছড়ি তবলছড়ি পি কে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাড়ি কদমতলীতে। গত ২৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ১:৩০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিদ্যালয় থেকে ক্লাশ শেষে বাড়ী ফেরার পথে শিশুটি রিপ্রু টিলা নামক স্থানে এসে পৌঁছলে জনৈক সেটলার যুবক তাকে একা পেয়ে রাস্তা থেকে জঙ্গলে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় সেখানকার স্থানীয় এক মার্মা ছেলে এ ঘটনা দেখতে পেয়ে সে আরো কয়েকজন সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এসে চিৎকার দিতে দিতে ঘটনাস্থলের দিকে গেলে তাদেরকে দেখে সেটলার যুবকটি পালিয়ে যায়। পরে তারা শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ঘটনাস্থলে সেটলার যুবকের ব্যবহৃত সেন্ডেল পাওয়া গেছে। শিশুটির অভিভাবক ও স্থানীয় মুরুব্বীরা এ ঘটনা বিষয়ে বর্ণাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী আকবরকে ফোনে অবহিত করলেও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপের গুলিতে জেএসএস(লার্মা)-এর এক সদস্য আহত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালার চংড়াছড়ির লিচুবাগান এলাকায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে জেএসএস(লার্মা)-এর এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। তার নাম প্রীতি চাকমা (৪০), পিতা নলিনী চাকমা, গ্রাম- উগুদো ছড়ি। গত ৭ ডিসেম্বর শুক্রবার দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, প্রীতি চাকমা সাংগঠনিক কাজ শেষে ফেরার পথে চংড়াছড়ির লিচুবাগান নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকা সন্তু গ্রুপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তার দুই হাতে ও পেটে গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে। সন্ত্রাসীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে দিঘীনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয়। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ঘটনার প্রতিবাদে জেএসএস(লারমা) দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, বেআইনী আটক, তল্লাশি, শারিরীক নির্যাতন, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে তা দ্রুত আমাদেরকে জানান।

সেনা নির্যাতন

গুইমারায় বাড়ি ও ছাত্রাবাসে সেনা-পুলিশের তল্লাশি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গুইমারা থানা সদরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি যৌথ দল গত ২২ ডিসেম্বর শনিবার দুপুর দেড়টার সময় অমরজিৎ চাকমার বাড়ি ও একটি ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দলটি সন্ত্রাসী খোঁজার নামে প্রথমে অমরজিৎ চাকমার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পরে সেনারা পার্শ্ববর্তী একটি ছাত্রাবাসেও তল্লাশি চালায়। অবশ্য এ সময় ছাত্ররা কেউই রুমে ছিল না। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা থানা শাখার কয়েকজন কর্মীও এ হোস্টেলে অবস্থান করে পড়াশুনা করছেন। তল্লাশির পরও অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে পরে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা সেখান থেকে চলে যায়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার, পরে জামিনে মুক্তি লাভ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার করল্লাতলী বাজার থেকে গত ১৫ ডিসেম্বর শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় সেনাবাহিনীর করল্লাতলী ক্যাম্পের সদস্যরা এক ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম প্রীতিবিন্দু চাকমা (২৪) পিতা সুরেশ কুমার চাকমা, গ্রাম পহলছড়ি, কবাখালী দিঘীনালা।

ঘটনার দিন সকালে প্রীতি বিন্দু চাকমা সাংগঠনিক কাজে করল্লাতলী বাজারে যান। এ সময় করল্লাতলী ক্যাম্পের লে: কাওসারের(১৭ ইবি) নেতৃত্বে একদল সেনা জওয়ান তাকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে শারিরীক নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে বাঘাইছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরদিন তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। পরে আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

মাটিরাঙ্গার বাল্যাছড়িতে সেনা অভিযান: বাড়িঘর তল্লাশি ও জিনিসপত্র লুট

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা জোনের সেনারা রাতের আঁধারে মাটিরাঙ্গা সদরের বাল্যাছড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়িঘর তলাশি ও একটি বাড়িতে তালা ভেঙে জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, গত ৪ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৩টার সময় মাটিরাঙ্গা জোন থেকে একদল সেনা বাল্যাছড়ির তৈমাথাই ১নং রাবার বাগানে অপারেশনে যায় এবং কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত একটি বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এ সময় কেউ ঐ বাড়িতে ছিল না। সেনারা সেখানে রাখা কাগজপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

এরপর সেনারা পাশ্ববর্তী বরেন ত্রিপুরার (৪৫) বাড়িতেও তলাশি চালায়। সেখানে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়। তবে যাবার সময় সেনারা কমিউনিটি সেন্টারটি আজ দুপুরের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। বাড়িটি ভেঙে ফেলা না হলে অসুবিধা হবে বলে তারা হুমকি দেয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম মাটিরাঙ্গা থানা শাখা এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

সেনা নির্যাতন

বন্দুকভাঙায় বাড়িঘরে সেনা তল্লাশি

রাঙামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের মাচ্যা পাড়া ও অমোইছড়া গ্রামে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়েছে এবং বেশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালানোর খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, গত ১৪ জানুয়ারি রাতে নান্যাচর সেনা জোনের টুআইসি মেজর মোঃ তামিম হোসেন ও জোন এনসিও সার্জেন্ট মোঃ শাহাদাত-এর নেতৃত্বে নান্যাচর জোন ও খারিক্ষাং সেনা ক্যাম্প থেকে ৫০/৬০ জনের একদল সেনা বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের মাচ্যা পাড়া ও অমোইছড়া গ্রামে অপারেশনে যায়। সেনারা সেখানে সারারাত অবস্থান করে পরদিন অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি সকালে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে বাড়িঘরে তল্লাশি চালায়। যাদের বাড়িঘরে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- অমোইছড়া গ্রামের ১. সুনীল চাকমা, পিতাঃ অমোইমনি চাকমা, ২. মানেক ধন চাকমা, পিতা-তিলক চাকমা, ৩. চন্দ্র হংসে চাকমা, পিতা-মৃত ছাড়াধন চাকমা ও নয়ান চাকমা, পিতা- ছাড়াধন চাকমা।

সেনারা মাচ্যা পাড়ার নাপরচান চাকমার ছেলে জ্ঞানেন্দু চাকমার দোকানেও ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে দোকানের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এছাড়া সেনারা পথে যাকে নাগাল পেয়েছে তাকে বডি চেক করে হয়রানি করেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন।

এলাকাবাসীর সূত্রে আরও জানা গেছে, সেনাদের সাথে মুখোশপরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত ৪ জন লোক ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জনকে তারা চিনতে পেরেছেন। তারা হলেন সন্তু গ্রুপের সদস্য সুখময় চাকমা(সুজন), পিতা আল্যামনি চাকমা, গ্রাম- রূপবান, বরকল, ২. ভালুক্যা চাকমা, পিতা ধনুন্ধর চাকমা, গ্রাম- সাক্কারা ছড়ি, রাঙামাটি সদর ও নান্যাচর উপজেলার সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের কুখ্যাত আর্মি স্পাই সিদ্ধার্থ চাকমা।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে বাড়িঘর তল্লাশীর নামে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি বন্ধ এবং তল্লাশীর সাথে জড়িত সেনা কর্মকর্তা ও জওয়ানদের শাস্তির প্রদানের দাবি জানান।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক পিসিপি'র ৬ কর্মী আটক, পরে মুক্তি

রাঙামাটির নান্যাচরে সেনা সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৬ কর্মীকে আটক করেছে। তবে স্থানীয় মুরুব্বীদের হস্তক্ষেপে পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। গত ১৬ জানুয়ারি বুধবার এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার দিন হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণ বিষয়ে রাঙামাটি সিএমএম কোর্ট এসপি' কে দিয়ে অধিকতর তদন্তের আদেশ দিলে তা প্রত্যাখ্যান করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর উপজেলা সদরে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ফেরার পথে সেনারা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মী মার্কিন চাকমা, কুমেন্টু চাকমা, রিপুল চাকমা, জুনান চাকমা, তুফান চাকমা ও বিপুল চাকমাকে আটক করে নান্যাচর জোনে নিয়ে যায়। সেখানে সেনারা তাদেরকে নানা হয়রানি করে এবং ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখে। তামিম নামে এক সেনা কর্মকর্তা লাঠি দেখিয়ে তাদের ভয়-ভীতি দেখায় এবং মিছিল-মিটিঙে যোগ না দিতে নির্দেশ দেয়। তাদের নির্দেশ অমান্য করলে অসুবিধা হবে বলেও সেনারা তাদেরকে হুমকি দেয়।

মানিকছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক ৭ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে পৃথক তিনটি ঘটনায় বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্তৃক ৮ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ১২ জানুয়ারি মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের মনাছড়ি গ্রামের থৈঅংগ্য মারমা ছেলে উকিমং মারমা(২৫) ও লক্ষীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলী ইউনিয়নের চাইল্যাতলী বাগান পাড়ার উষাগ্রু মারমার ছেলে চাইল্যাগ্রু মারমা(২৩) নিজ নিজ বাড়ি থেকে মানিকছড়ি বাজারে সওদা করতে যান। সেখান থেকে বোরকা সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ডেকে নিয়ে যায় এবং অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখে। পরে সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য অপহৃতদের পরিবারের কাছে খবর পাঠালে তাদের অপহৃত হওয়ার বিষয়টি জানাজানি হয়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

অপর এক ঘটনায় গত ২০ ডিসেম্বর ২০১২ রাতে মানিকছড়ি উপজেলার দোজরী পাড়া থেকে সুরজয় চাকমার ছেলে আরেক্কো চাকমা(২০) ও হনু কুমার চাকমার ছেলে ডেত্তা চাকমা(৩৪) নামে দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের এক সপ্তাহ পর স্থানীয় মুরুব্বীদের জিম্মায় সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে।

এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২, সোমবার বোরকা সন্ত্রাসীরা দোজরী গ্রামের কালাচান চাকমার ছেলে মনজো চাকমা (২৭) ও শশী কুমার চাকমার ছেলে ধীমান চাকমা ও কান্তি চাকমাকে অপহরণ করে। তাদেরকেও স্থানীয় মুরুব্বীদের জিম্মায় ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।

বাঘাইছড়িতে সেনা বাহিনী কর্তৃক নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বাঁশ ব্যবসায়ীরা

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি ।। রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার করল্যাতলী সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের কর্তৃক বাঁশ ব্যবসায়ীরা নানা হয়রানি শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে করল্যাতলী ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের দ্বারা বাঁশ ব্যবসায়ীরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। প্রায় সময়ই তাদেরকে ক্যাম্পে গিয়ে নানা জবাবদিহি করতে হয় এবং ক্যাম্পের জন্য বিনামূল্যে বাঁশ দিতে হয়।

গত ১৬ ডিসেম্বর রবিবার বিকাল ৪টার সময় করল্যাতলী ক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ কাওসারের নেতৃত্বে উক্ত ক্যাম্পের সেনারা রাঙামাটি নেয়ার পথে ব্যবসায়ীদের বাঁশের চালিগুলো আটকিয়ে দেয়। ক্যাম্প মেরামতের জন্য সেনারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১,৫০০টি বাঁশ দাবি করে। ব্যবসায়ীরা এতগুলো বাঁশ দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পরে ৩৫০টি বাঁশ বিনামূল্যে ক্যাম্পে রেখে দিয়ে পরদিন সকালে সেনারা বাঁশের চালিগুলো ছেড়ে দেয়।

ক্যাম্প মেরামতের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকার পরও সেনারা কেন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বিনামূল্যে বাঁশ নিচ্ছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বরাদ্দের টাকাগুলো আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে ক্যাম্প কমান্ডার বিনামূল্যে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাঁশ আদায় করছেন বলে ব্যবসায়ী ও এলাকার জনগণ ধারণা করছেন।

কাউখালীতে পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

রাঙামাটির কাউখালীতে ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, ঢাকা সহ বিভিন্ন পাহাড়ি সংগঠনগুলো বিক্ষোভ করেছে।

খাগড়াছড়ি । থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ২২ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর বাজার থেকে বেলা ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে এক সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীদের উপর ধর্ষণ, খুন ও নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় তারা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

বক্তারা অবিলম্বে থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কাউখালী(রাঙামাটি)ঃ কাউখালী উপজেলার ৪নং কলমপতি ইউনিয়নের বড়ডলু গ্রামে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে গত ২৩ ডিসেম্বর রবিবার কাউখালীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও কাউখালী এলাকাবাসীর ব্যানারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি কাউখালী সদরের কচুখালী খেলোয়াড় সমিতি মাঠ থেকে শুরু হয়ে চৌমুহনী ঘুরে আবার খেলোয়াড় সমিতি মাঠে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে অর্জন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন মারমা, কাউখালী কলেজ কমিটির আহ্বায়ক নিশান চাকমা, কচুখালী এলাকাবাসীর পক্ষে মণ্টু মারমা, কাউখালী কলেজের ছাত্রী সুমনা মারমা ও চায়না চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, খুনের ঘটনা বৃদ্ধিতে বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ঘটনার দুই দিন অতিক্রান্ত হলেও প্রশাসন হত্যাকারীদের এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। তারা অভিযোগ করে বলেন, সরকারের ভেতরে একটি মহল পার্বত্য অঞ্চলে এধরণের ঘটনাকে উস্কে দিচ্ছে।

বক্তারা অবিলম্বে থুমাচিং মারমার খুনীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও এ ধরনের ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানান। অন্যথায় আবারো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

চবি শিক্ষার্থীদের মানববন্ধনঃ থুমাচিং মার্মাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা গত ২৩ ডিসেম্বর রবিবার মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। চবি ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন শেষে তারা স্টেশন রোডে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চবি শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা, বিএমএসসি'র মংসাচিং মারমা ও উবাথোয়াই মারমা, ছাত্র ফেডারেশনের আজিজ, ছাত্রফ্রন্টের তমাল, চবি'র পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র প্রীতিময় বীসা ও ধন বিকাশ চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে থুমাচিং মার্মাকে ধর্ষণ ও হত্যার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এছাড়াও এ ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্যসেনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চবিতে পিসিপি'র আলোচনা সভা

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গত ১২ জানুয়ারি সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ৩য় তলা হলরুমে বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্যসেনের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তার জীবন ও কর্ম নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সিমন চাকমা। সভায় আলোচনা করেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের এমএম পারভেজ লেনিন, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা, প্রগতির পরিব্রাজক দল(প্রপদ) এর জাহিদ রোকন, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম এলাকার সংগঠক মিঠুন চাকমা। সভা পরিচালনা করেন জুপিটার চাকমা।

আলোচনা সভায় আলোচকগণ চট্টগ্রাম এলাকার গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত স্থানীয় বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্যসেনের জীবন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদানকে স্মরণ করা এখনো প্রাসঙ্গিক এবং শিক্ষণীয় বলে মত প্রদান করেন।

সূর্যসেন এবং তাঁর ৭৩ সহযোদ্ধা যেভাবে দেশের জন্য, এবং জনগণের জন্য, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তা বর্তমানে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এখনো অনুপ্রেরণাদায়ক বলে তারা বলেন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান লড়াই সংগ্রামের দিক থেকে তুলনা করলে কাজকর্মের পদ্ধতিগত এবং কৌশলগত নানা সীমাবদ্ধতা সূর্যসেনদের লড়াইয়ের মধ্যে থাকলেও তাদের বিপ্লবী চেতনা, উৎসর্গীকৃত মনপ্রাণ এবং মুক্তির আকাঙ্খা প্রত্যেক মুক্তিকামী সংগ্রামীর জন্য অবশ্যই এখনো অনুসরণীয়।

উল্লেখ্য ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি বা আইআরএ চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক হিসেবে বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্যসেন ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করেন। দীর্ঘ ৪ বছর সূর্যসেন ও তার সহযোদ্ধারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে যায়। পরে সূর্যসেন এবং তার সাথী ব্রজেন সেন ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ইংরেজ বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি সূর্যসেন ও আরেকজন বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

নান্যাচরে সেটলার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা

নান্যাচর প্রতিনিধি ।। গত ২১ জানুয়ারি সোমবার বিকাল সোয়া ৩টার দিকে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলে রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলা সদরে সেটলাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে। মোঃ আল আমিন, নান্টু চৌধুরী ও মোঃ সুমন জুম্ম ছেলে কর্তৃক ডাঃ ফারুকের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে এমন অপপ্রচার চালিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেটলারদের নান্যাচর সদরে এনে জড়ো করা হয়। ফলে পাহাড়িদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে তারা দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ২২ জানুয়ারি মঙ্গলবার নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। নান্যাচর কলেজ শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি উপজেলার বিশ্রামাগার মাঠ থেকে শুরু হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার বিশ্রামাগার মাঠে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুখেন চাকমা, নান্যাচর কলেজ শাখার সভাপতি রিপন আলো চাকমা ও কলেজ ছাত্র প্রনয় চাকমা।

বক্তারা এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

খাগড়াছড়িতে বোরকা পার্টির অত্যাচারের প্রতিবাদ ও জানমালের নিরাপত্তার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলাধীন ছোট কালাপানি(সোজরী) গ্রাম থেকে সেনা মদদপুষ্ট বোরকা পার্টি কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া চার ইউপিডিএফ সদস্যের পরিবারের সদস্যবৃন্দ গত ১০ ডিসেম্বর সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বোরকা পার্টির অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং জানমালের নিরাপত্তার বিধানসহ বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধের দাবি করেছেন।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরস্থ পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সকাল সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বোরকা পার্টি কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া চার ইউপিডিএফ সদস্যের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রুতি মোহন চাকমার স্ত্রী আলপনা চাকমা (২৮), শুক্র চাকমার স্ত্রী সোনারাণী চাকমা (২৩), বিজয় চাকমার স্ত্রী গুরিমিলে চাকমা (৩০) ও গোপাল চাকমার স্ত্রী সোনাবী চাকমা (২৮) তাদের ছেলে-সন্তান সহ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে তাদেরকে সহযোগিতা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মাত্রী চাকমা।

সংবাদ সম্মেলনে বোরকা পার্টির অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে তারা বলেন, গত ২ ডিসেম্বর রোজ রবিবার বিকেল আনুমানিক ২:১৫টার দিকে মায়াধন চাকমা ও অভিযান চাকমার নেতৃত্বে ৬ জন বোরকা পার্টির সদস্য আমাদের গ্রামে হানা দেয় এবং আমাদের স্বামীরা ইউপিডিএফের (ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) সাথে জড়িত একমাত্র এই কারণে আমাদের উপর অত্যাচার চালায়। তারা আলপনা চাকমাকে কাঠের লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা আলপনা চাকমা, গুরিমিলে চাকমা ও সোনাবি চাকমার বাড়িঘর ভাঙচুর করে, সোনাবি চাকমার আম বাগানের দুই বছর বয়সী গাছ কেটে দেয়, ক্ষেতের শাক সবজি নষ্ট করে দেয় এবং বাড়িতে পালিত মুরগী ধরে নিয়ে যায় (দাম না দিয়ে)। তারা সোনারাণী চাকমার বৃদ্ধা শ্বশুরীকে (ইউপিডিএফ সদস্য শুক্র চাকমার মা) হুমকি দিয়ে বলে, 'তোমার ছেলে শুক্র চাকমা কোথায় থাকে? তার সাথে তোমাদের যোগাযোগ আছে। তোমার ছেলেকে নিয়ে আসবে, না হলে তোমাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। সবাইকে মেরে ফেলা হবে।'

এই ঘটনার একদিন পর গত ৪ ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার দুপুর ১:৩০টার দিকে মায়াধন চাকমা ও অভিযান চাকমার নেতৃত্বে ১৪- ১৫ জন বোরকা পার্টির সদস্য আবার হানা দিয়ে আমাদের বাড়ির দরজা, জানালা ও আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম ভেঙে দেয়, গুরিমিলে চাকমাকে লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং আমাদেরকে বাচ্চা-কাচ্চাসহ জোরপূর্বক বাড়ি থেকে বের করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। গায়ে পরা জামা-কাপড় ছাড়া কোনকিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে দেয়নি।

তারা বলেন, বাড়ি থেকে সঙ্গে করে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইলে বোরকারা হুমকি দিয়ে বলে, 'তোমাদের বাড়ির সকল সম্পত্তি আমরা দখল করব। এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। না হলে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলতে বাধ্য হব।' সন্ত্রাসীরা আমাদের হুমকি দিয়ে আরো বলে, 'তোমাদের স্বামীরা ইউপিডিএফ-এর কাজ করে। তারা যদি আমাদের কাছে স্যারেন্ডার না করে তাহলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। আজকের মধ্যে এখান থেকে চলে যাও। যদি না যাও তাহলে বন্দুক দেখেছো- এই বন্দুক দিয়ে ব্রাশ করে তোমাদেরকে মেরে ফেলব।'

সংবাদ সম্মেলনে তারা জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আমাদের নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা আমাদের সম্পত্তির যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা ও অন্যায়ভাবে উচ্ছেদের সাথে জড়িত বোরকা পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া এবং সন্ত্রাসী বোরকা পার্টিকে ভেঙে দেয়ার দাবি জানান।

বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া চার ইউপিডিএফ সদস্যের পরিবারবর্গের সংবাদ সম্মেলন

খাগড়াছড়িতে কুকিছড়া হত্যাকান্ডের ৪১তম বার্ষিকীতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিকফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের(বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের) কুকিছড়া এলাকার গাছবানে ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকান্ডে নিহতদের স্মরণে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টায় ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের সমন্বয়ক প্রদীপ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রিয়লাল চাকমা, প্রজ্ঞাজ্যোতি চাকমা ও ভাইবোন ছড়া ইউপি চেয়ারম্যান কান্তি লাল দেওয়ান।

বক্তারা ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, পাখির মত সেদিন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর গুলি চালিয়ে ১৬ জনকে হত্যা করে। এ বর্ণনা শুনে স্মরণসভার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে।

প্রদীপ চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের এই ঘটনার কথা ভুলে গেলে চলবে না। জাতির উপর এ ধরনের নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনা নতুন প্রজন্মকে বার বার স্মরণ করে জানাতে হবে। এ ধরনের ঘটনার কথা স্মরণ করে নতুন প্রজন্মকে আরো অধিক জাতীয় চেতনায় শাণিত হয়ে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

স্মরণ সভার শুরুতেই নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ইউপিডিএফ সদস্য পার্বন চাকমা সভা পরিচালনা করেন।

এদিকে রামগড় উপজেলার তবলা পাড়া কারিতাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে বেলা ২:৩০টায় উক্ত ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। ছোট কালাপানির হেডম্যান পাড়ার প্রাক্তন মেম্বার শশী কুমার চাকমার সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর রামগড় উপজেলা ইউনিটের সংগঠক অপু ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রু মারমা ও তবলাপাড়া কারিতাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাম্রোচাই মারমা। আপ্রুসি মারমা সভা পরিচালনা করেন।

দিঘীনালা থানার ওসির বিরুদ্ধে ইউপিডিএফের ৮ নেতা-কর্মীকে আসামী করে মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা সহ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ৮ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একটি মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে দিঘীনালা থানার ওসি শাহাদাত হোসেন টিটুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। মামলার বাদী হিসেবে উল্লেখকৃত বাহুদেব চাকমা নিজেই এ অভিযোগ করেছেন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) অবিলম্বে এ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

জানা যায়, গত ২১ নভেম্বর ২০১২ রাতে দিঘীনালা উপজেলার নারিকেল বাগান এলাকায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বাহুদেব চাকমার ছেলে সুমন্ত চাকমাকে কে বা কারা হত্যা করে। এ ঘটনার পরদিন ২২ নভেম্বর সকালে পাবলাখালী ছড়ার পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে এবং বাহুদেব চাকমার কাছ থেকে লাশ গ্রহণের তিনটি সাদা কাগজের উপর স্বাক্ষর আদায় করে। দিঘীনালা থানার ওসি শাহাদাত হোসেন টিটু বাহুদেব চাকমার স্বাক্ষরিত সাদা কাগজের উপর এজাহার লিপিবদ্ধ করে প্রতারণাপূর্বক তাকে বাদী করে ইউপিডিএফ, পিসিপি ও ডিওয়াইএফ-এর ৮ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা (মামলা নং-০৪, তাং ২৪/১১/১২ইং, জি আর-৩৩৯/১২, ধারা-৩০২/২০১/৩৪ দঃ বিঃ) গ্রহণ করেন। মামলায় আসামীরা হলেন-১. কিশোর চাকমা, ২. আলো জীবন চাকমা, ৩. ইন্দ্র চাকমা, ৪. অংকন চাকমা, ৫. রজেন্টু চাকমা, ৬. সোহেল চাকমা, ৭. সুমান্ত চাকমা ও ৮. লিটন চাকমা।

এ বিষয়ে বাহুদেব চাকমা গত ২৮ নভেম্বর এক হলফনামায় জানান, তিনি কোন মামলা দায়ের করেননি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য খাগড়াছড়ি বিজ্ঞ আমলি আদালত ও পুলিশ সুপারের বরাবরে আবেদন করেছেন।

আদালত ও পুলিশ সুপারের কাছে করা আবেদনে তিনি বলেন, 'প্রকৃত পক্ষে আমি আমার ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে কোথাও কোন প্রকার মামলা কিংবা অভিযোগ দায়ের করি নাই। এমনকি আমার ছেলে মৃত্যু হওয়ার পর থেকে আমি থানায় বা আদালতে যাই নাই।'

তিনি আরও বলেন, 'দিঘীনালা থানার ওসি আমার সাথে প্রতারণাপূর্বক লাশ গ্রহণের সময় স্বাক্ষরিত সাদা কাগজে এজাহার লিপিবদ্ধ করে উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের নাম আমি জানি না এবং কাউকে চিনিও না। আমি ছেলের মৃত্যু বিষয়ে তাদেরকে দায়ি করি না। আমার সাথে থানা পুলিশ কেন এরূপ প্রতারণা করেছে তা আমার বোধগম্য নয়।'

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও প্রতারণার সাথে জড়িত ওসি শাহাদাত হোসেন টিটুর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

রংপুরে উর্দুভাষীদের ক্যাম্পে হামলার প্রতিবাদে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ৫ ডিসেম্বর বুধবার রাতে রংপুর শহরের রবার্টসনগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত ইস্পাহানি-৩ নামক উর্দুভাষীদের ক্যাম্পে সন্ত্রাসী হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে সাড়ে চারশত ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১২, বিকাল ৩ টার সময় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম সভাপতি এডভোকেট খলিল হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের যুগ্ম আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহ সভাপতি নিরুপা চাকমা ও জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা অঞ্চলের সদস্য এরশাদ আলম। জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক থুইকাচিং মারমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রংপুরের ঘটনা কোনভাবেই স্থানীয় বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে রংপুরে উর্দুভাষীদের ক্যাম্পে হামলা ও অগ্নিসংযোগকারী সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার ও শাস্তি,পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ি সরকারী খরচে নির্মানসহ যথাযথ পুর্নবাসন এবং ৩ মাস পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে রেশন প্রদানের দাবি জানান।

ইউপিডিএফ ও সহযোগী সংগঠনের ১৯তম কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও তার তিন সহযোগী সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ১৯তম কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফের সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুগ্রীম চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক জিকো মারমা, কেন্দ্রীয় সদস্য বিনয় চাকমা, জিকো ত্রিপুরা, উদয় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহসভাপতি নিরূপা চাকমা, সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দনী চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাত্রী চাকমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক থুইক্য চিং মারমাসহ আরো অনেকে।

সভার শুরুতে সদ্য কারামুক্ত ইউপিডিএফ সদস্য বকুল চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুগ্রীম চাকমাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করা হয়।

সভাপতি প্রসিত খীসা দেশের চলমান সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়ন তথা পাহাড়ি জনগণকে ধ্বংস করার সরকারী ষড়যন্ত্রের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর পরিচয় বাঙালি লিখে আওয়ামী লীগ সরকার এ দেশ থেকে আমাদের অস্তিত্ব মুছে দিতে চাইছে, যা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।

সভায় গত নভেম্বর ২০১২ মাসে জনগণের জন্য পার্টি কর্তৃক গৃহীত শীতকালীন ফসলকাটার কাজে সহযোগিতা সহ বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচীর পর্যালোচনা করা হয়।

সম্পাদকীয়

৪র্থবর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০১৩

মানিকমিয়া এভিনিউ টু নিউ লাল্যাঘোনা ঃ অপরাধীরা পুরস্কৃত, জনতার সামনে আন্দোলনই একমাত্র পথ

জাতীয় সংসদ ভবনের মানিক মিয়া এভিনিউ আর রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ির নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের দূরত্ব কয়েক শত মাইল। এখানে চাঞ্চল্যকর ঘটনা দু'টির সংঘটন কালের ব্যবধান পনের বছর। একটি হচ্ছে, ২০১১ সালের ৬ জুলাই হরতাল চলাকালে মানিক মিয়া এভিনিউতে বিরোধী দলের চীফ হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুকের পুলিশ কর্মকর্তার হাতে নির্মমভাবে কিল-ঘুষির শিকার ও গুরুতর জখম হওয়া এবং অন্যটি ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে নিউ লাল্যাঘোনায় লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস কর্তৃক কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা--উভয় ঘটনা সংঘটনের সময় তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠে আবার সম্প্রতি দু'টি ঘটনাই কিছু দিনের ব্যবধানে পুনঃজাগরিত হয়েছে।

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের ঘটনা মোটামুটি সাম্প্রতিক হওয়ায় মানুষ এখনও বিস্মৃত হয় নি। উক্ত ঘটনার মামলা হলেও মিডিয়ায় ফারুককে কিল-ঘুষি মারার স্পষ্ট ছবি ও দৃশ্য থাকলেও তদন্তে অপরাধীকে সনাক্ত করা যায় নি বলা হয়েছে। অথচ সাম্প্রতিক পুলিশ সপ্তাহে সে-ই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক দেয়ার ব্যাপারে উক্ত ঘটনা বিবেচনায় ছিল বলে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যা আরও বেশি বির্তক ও নিন্দার ঝড় তুলেছে। চীফ হুইপকে মারধরকারী পুলিশ কর্মকর্তা পুরস্কৃত হওয়ায় পুলিশ বাহিনীকে সরকার দলীয় মাস্তানবাহিনী হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগটি হাতেনাতে প্রমাণিত হল।

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় জয়নুল আবেদীন ফারুককে মারধরের যে ছবি ও দৃশ্য দেখা যায়, তাতে পুলিশের বর্বরতা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। ব্যক্তি ফারুক যে মত-পথ-দলেরই হোন, বা তিনি ভাল-মন্দ যা-ই হোন, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন যে কেউ এ ঘটনার নিন্দা জানাবে, আমরাও নিন্দা জানাই। কিন্তু কথা থেকে যায়, বিরোধী দলের জয়নুল আবেদীন ফারুক যখন পুলিশের মারধরের শিকার হন, তখন তিনি পুলিশকে বর্বর আখ্যা দেন, পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং বিচার প্রার্থী হন। আবার ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ওপর অন্যায় দমন-পীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে তার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন: তখন তিনি বিরোধী বা সরকারি যে দলেই থাকুন না কেন, সেনা-পুলিশ লেলিয়ে দিতে কসুর করেন না। ২০১০ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারিতে সাজেক-খাগড়াছড়িতে সেনা-সেটলার হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় তদন্তে গিয়ে সরকারের নিন্দা তো দূরের কথা উল্টো খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও সেনা-বিডিআরসহ সকল ধরনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর ক্যাম্প ও জনবল বাড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন।

আমাদের কাম্য না হলেও পুলিশের কিল ঘুষি মারধরের 'স্বাদ' জয়নুল আবেদীন ফারুক পেয়েছেন, ইতিপূর্বে পেয়েছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম-মতিয়া চৌধুরী। জরুরি অবস্থাকালীন সেনা গোয়েন্দাদের হাতে সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ (যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন চালানোর হোতাদের একজন)। পাকিস্তান আমলে পাঞ্জাবি শাসকদের (সাথে ছিল এদেশীয় রাজাকার-আল বদর, যাদের এখন বিচার হচ্ছে) নির্যাতনের স্মৃতি তো বাসি হয়ে যায় নি! রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পুলিশ-সেনা নির্যাতন কী জিনিস-- সে বিষয়ে সম্ভবত তাদের কাউকে আর জ্ঞান দেয়ার দরকার নেই। দুঃখজনক ব্যাপার হল এই, নিজেরা শাসিত থাকার সময় শাসক জাতির কাছ থেকে যে শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন তা সহজেই ভুলে যান। শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হলে নিজেরাই বনে যান পুরোপুরি শোষক-নিপীড়ক, সৃষ্টি করেন স্থানীয় রাজাকার-আলবদর। নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্য থেকে টেনে নেন চিহ্নিত নীতিহীন সুযোগসন্ধানীদের। তাদের দিয়ে 'ভাগ করে শাসন শোষণ চালানোর' ঘৃণ্য উপনিবেশিক কৌশল খাটান। শাসক দলের এই দ্বৈত চরিত্রের কারণে দেশে সংখ্যালঘু জাতিসহ সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ তো বাড়ছেই, আবার বিরোধী দলে থাকা কালে এক দল অন্য দলের হাতে মার খাবে, সুবিচার পাবে না--এটাই তারা দেশের রীতিতে পরিণত করতে চাইছে!

সে কারণে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও জয়নুল আবেদীন ফারুক একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বিরোধী দলে থাকা কালে রাষ্ট্রের কাছে সুবিচার পান না, তেমনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত হবার কারণে কল্পনা চাকমা অপহরণের সুবিচার হয় না--ঘটনা দু'টির মিল শুধু এটুকুই। বড় পার্থক্য হচ্ছে এই, জয়নুল আবেদীন ফারুকের দল বিএনপি যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে তাকে হামলাকারী পুলিশ কর্মকর্তার বিচার ও শাস্তি অবধারিত। তখন জয়নুল আবেদীন ফারুকরাই পুলিশবাহিনী লেলিয়ে দেবেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। হামলাকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। রক্ষা করবেন চিহ্নিত কল্পনা অপহরণকারীদের, বাধাগ্রস্ত হবে বিচার প্রক্রিয়া। সংখ্যালঘু জাতির নিপীড়নকারী দল হিসেবে আবির্ভূত হবে জয়নুল আবেদীন ফারুকের দল।

দেশের ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে দলই আসুক, দেশের সাধারণ মানুষের ইতর বিশেষ ঘটবে না, তা শত ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। তীব্র গণআন্দোলন ও চাপ সৃষ্টি করে ক্ষমতাসীনদের বাধ্য না করলে স্বাভাবিক আইনী প্রক্রিয়ায় তাদের কাছ থেকে অতীতে কিছু পাওয়া যায় নি, ভবিষ্যতেও পাবার আশা করা যায় না। কাজেই যারা বিএনপি বা আওয়ামী লীগের লেজ ধরে কিছু আদায়ের যুক্তি দেন তারা চরম সুবিধাবাদী নীতিহীন, তাদের থেকে সাবধান হতে হবে। আমরা যাতে ভুলে না যাই এরাই জনগণের গুরুতর ক্ষতিসাধন করছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাকার আল বদর হচ্ছে এরা। তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত না করে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। কল্পনা অপহরণকারীদের বিচার ও শাস্তি তথা জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও অধিকার আদায়ের জন্য আগামীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

কল্পনা চাকমা অপরহণ তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু কথা

শ্রীমানী চাকমা

সম্প্রতি সিআইডি কল্পনা চাকমার অপহরণ বিষয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করলে পাহাড়ি সংগঠনসমূহ তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিভিন্ন সভা সমাবেশের মাধ্যমে পুনঃতদন্তসহ চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। এর ফলে কল্পনা চাকমার অপহরণ ইস্যুটি আবার সামনে চলে এসেছে।

কল্পনা চাকমা অপহৃত হন আজ থেকে সাড়ে ষোল বছর আগে ১৯৯৬ সালের ১১ জুন রাতে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে। কল্পনা চাকমার ভাই লাল বিহারী চাকমা অপহরণকারীদের তিন জন লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস, নুরুল হক ও সালেহ আহমেদকে চিনতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় তোলে এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ড. অনুপম সেন ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন। এই কমিটি তদন্ত শেষে ১৯৯৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী রিপোর্ট পেশ করে বলে জানা গেলেও সরকার তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। তবে রাঙামাটির আদালত থেকে তদন্ত রিপোর্টটি পাওয়া যাচ্ছে এবং পুলিশ ও সিআইডির তদন্তকারী কর্মকর্তারাও এই রিপোর্টের সাহায্য নিয়েছেন। এই নিবন্ধে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন রিপোর্ট (এর পর তদন্ত কমিশন বলে উল্লেখিত হবে) ও সিআইডির চূড়ান্ত রিপোর্ট (এরপর কেবল চূড়ান্ত রিপোর্ট বলে উল্লেখিত হবে) সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

> **তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পড়লেই বোঝা যায় তদন্তের ব্যাপারে এর সদস্যের মধ্যে কোন seriousness বা আন্তরিকতা ছিল না। তারা ঢাকা ও রাঙামাটি শহরে বসেই তাদের পুরো তদন্ত কার্যক্রম চালান। আর এই তদন্ত কার্যক্রম ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষাতকার গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কমিশনের সদস্যরা কেউ ঘটনস্থল পরিদর্শন করেননি এবং অন্যান্য আলামতও পরীক্ষা করে দেখেননি।**

তদন্ত রিপোর্ট

বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বঃ মঃ (রাজ -২) পার্বত্য ৩/৯৫(অংশ)/৯৬৫ তারিখ ৭/৯/৯৬ ইং মোতাবেক দি কমিশন অফ ইনকোয়ারী এক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সালে ৬ নং আইন) এর ৩ নং পারায় প্রদত্ত মতাবলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব হলো (১) উল্লুক্ত তদন্তের মাধ্যমে কল্পনা চাকমা অপহরণ **সংশ্লিষ্ট ঘটনাক্রম** (? এই দুটো শব্দ অস্পষ্ট, লেখক) পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনবোধে এর জন্য দায়ী কর্মকর্তা / কর্মচারী ও ব্যক্তিগণকে সনাক্ত করণ। (২) উপরোক্ত সনাক্তকৃত কর্মকর্তা / কর্মচারী ও ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করণ। এবং (৩) ভবিষ্যতে এ এলাকায় এ ধরনের অপহরণের প্রতিরোধ করণ ও এই লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি/কার্যক্রম সনাক্ত ও সুপারিশ করণ। (৪) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় সেখানে ৭ নং পারায় বলা হয়েছে: 'এই প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (স্মারক নং: স্বঃ মঃ (রাজ-২) পার্বত্য-৩/৯৫ (অংশ) /৬৬৭ তারিখ: ১৪-৮-৯৬ ইং) বাতিল করা হইল।' অর্থাৎ আবদুল জলিলকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিশনের আগে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে একই বিষয়ে অন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু কি কারণে সেই কমিটি বাতিল করা হয়েছে, কারা সেই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ও টার্মস অফ রেফারেন্স কি ছিল তা পরবর্তী প্রজ্ঞাপনে বলা হয়নি।

৪০-পৃষ্ঠার এই তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় কমিশন ২৬ অক্টোবর ১৯৯৬ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৬ পর্যন্ত রাঙামাটি সার্কিট হাউজে ৮৬ জন এবং ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ১৯৯৬ ঢাকায় সেন্ট্রাল সার্কিট হাউজের স্থায়ী কার্যালয়ে আরও ৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণে করে।

কিন্তু কমিশন তাদের তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। রিপোর্টের শেষে সিদ্ধান্ত টেনে কমিশন লিখেছে: "উপরোক্ত কারণাদিতে অপহরণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্য প্রমাণ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কল্পনা চাকমা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক অপহৃত হয়েছে কিন্তু কার দ্বারা অপহৃত হয়েছে তা উপযুক্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং কারো বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করবার কোন কারণ নেই।"

কমিশন কেন অপহরণকারীদের সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ তদন্ত কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার মধ্যেই পাওয়া যাবে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। পদ্ধতিগত দুর্বলতা:

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পড়লেই বোঝা যায় তদন্তের ব্যাপারে এর সদস্যের মধ্যে কোন seriousness বা আন্তরিকতা ছিল না। তারা ঢাকা ও রাঙামাটি শহরে বসেই তাদের পুরো তদন্ত কার্যক্রম চালান। আর এই তদন্ত কার্যক্রম ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষাতকার গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কমিশনের সদস্যরা কেউ ঘটনস্থল পরিদর্শন করেননি এবং অন্যান্য আলামতও পরীক্ষা করে দেখেননি। অথচ যে কোন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের জন্য, সংঘটিত অপরাধটির একটি সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও আলামতের পরীক্ষা একান্ত অপরিহার্য।

২। সাক্ষ্য গ্রহণে দুর্বলতা

কমিশন ৯৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করলেও তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তির সাক্ষাতকার নেয়নি। এদের মধ্যে একজন হলেন বাঘাইছড়ি থানার তৎকালীন টিএনও হাসান জাহাঙ্গীর আলম, যিনি ঘটনার পরদিন কল্পনা চাকমার ভাই কালিন্দ কুমার চাকমার জবানবন্দী লিখেছিলেন। যখন কালিন্দ কুমার তার ঐ জবানবন্দীতে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও অন্যান্যদের নাম বলেছেন নাকি বলেননি এ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তখন এ বিষয়ে হাসান জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের জবানবন্দী গ্রহণ সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তদন্ত কমিশন তার বক্তব্য নেয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেনি। ফলে কমিশন কালিন্দ কুমার চাকমার বক্তব্যের সত্যাসত্যতা অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দীর আলোকে যাচাই করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ৮ম পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সমঝোতা প্রসঙ্গে

এন চাকমা

(গত সংখ্যার পর)

ফলে নবীন কুমার ত্রিপুরাসহ বিশিষ্ট জুম্মদের দ্বিতীয় বারের ঐক্যপ্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। উক্ত বৈঠকে জেএসএস প্রতিনিধিবৃন্দ ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নারাঙহিয়ায় গৃহীত সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনের কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি, যদিও এখন সন্তু গ্রুপের কেউ কেউ মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।

এই বৈঠকের প্রায় দুই মাস পর ১৩ নভেম্বর ২০০০ সন্তু লারমা যুগান্তরের সাথে এক সাক্ষাতকারে তার কর্মী বাহিনীকে ইউপিডিএফ সদস্যদের ওপর আক্রমণের প্রকাশ্য নির্দেশ দেন। ইউপিডিএফকে কিভাবে মোকাবিলা করবেন তখনকার যুগান্তরের রিপোর্টার সাগর সারোয়ারের (বহুল আলোচিত সাগর-রুনি হত্যাকান্ডের সাগর সারোয়ার) এই প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা বলেছিলেন, 'পলিটিক্যালি নয়। এদের গলা টিপে হত্যা করতে হবে। যাতে কিছু না করতে পারে। হাত ভেঙে দিতে হবে, যাতে লিখতে না পারে। ঠ্যাং ভেঙে দিতে হবে, যাতে হাঁটতে না পারে। চোখ অন্ধ করে দিতে হবে, যাতে দেখতে না পারে। যারা চুক্তির পক্ষে জনগণের অধিকারের পক্ষে তারাই এ কাজ করবে'। ইউপিডিএফ ও সমঝোতা সম্পর্কে সন্তু লারমার দৃষ্টিভঙ্গি সন্তু লারমার এই একটি মাত্র উক্তি থেকে বোঝা সম্ভব। এরপর আর আসলে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

বিশ্লেষণ: মূলত বিভিন্ন মহলের চাপে পড়ে সন্তু লারমা তৃতীয় বৈঠকটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈঠকে জেএসএস প্রতিনিধিদের কোন আন্তরিকতা ছিল না। ইউপিডিএফের ঐক্য প্রস্তাব তারা ভালো করে পড়ে দেখেননি, তার জবাব দেয়া তো দূরের কথা।

৫। চতুর্থ বৈঠক: ২০০৬ সালের সমঝোতা, জেএসএস-এর শর্ত লঙ্ঘন:

উক্ত বৈঠকের পর ২০০৬ সালের আগ পর্যন্ত দুই পার্টির মধ্যে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি, যদিও ইউপিডিএফ ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানাতে থাকে এবং নানাভাবে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়। অপরদিকে জেএসএস ইউপিডিএফের উপর একের পর আক্রমণ চালাতে থাকে। এই অবস্থায় ২০০৬ সালের প্রথমদিকে জেএসএস হঠাৎ আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে স্বেচ্ছায় ইউপিডিএফের কাছে হাজির হয়। ইউপিডিএফ তৎক্ষণাৎ জেএসএসএর সকল শর্ত মেনে নিয়ে উক্ত প্রস্তাবে রাজী হয়। কারা মধ্যস্থতাকারী হবেন, বৈঠক কোথায় ও কখন অনুষ্ঠিত হবে, বৈঠকের সিদ্ধান্ত লিখিত নাকি অলিখিত হবে তা সবই জেএসএস-এর ইচ্ছায় ঠিক করা হয়। এমনকি ইউপিডিএফের পক্ষে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন সেটাও জেএসএস ঠিক করে দেয়।

২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারী প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সৌজন্যমূলক। দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারী। এই দফার বৈঠকে ইউপিডিএফ জেএসএস-এর কাছে লিখিতভাবে তিন দফা ঐক্য প্রস্তাব পেশ করে। এগুলো হলো:

১. অচিরেই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। জনগণকে মতামত প্রকাশের (ইউপিডিএফ বা জেএসএস-এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে) পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের কারণে কোন ব্যক্তি কোনভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না - এই নিশ্চয়তা প্রদান করা।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা; এজন্য ইউপিডিএফ ও জেএসএস-সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে 'জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' গড়ে তোলা।

৩. একে অপরকে না জানিয়ে সরকার কিংবা তৃতীয় কোন দল বা সংগঠনের সাথে নির্বাচনী কিংবা রাজনৈতিক সমঝোতা না করা।

ইন্টারনেটে প্রচারিত উক্ত বৈঠক সম্পর্কিত একটি মেমো (যাতে মধ্যস্থতাকারীদের স্বাক্ষর রয়েছে) থেকে জানা যায়, জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি উক্ত প্রস্তাবের প্রথম ও দ্বিতীয় দফা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তবে তৃতীয় দফা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকেন এবং পরবর্তী বৈঠকে সে ব্যাপারে তার পার্টির মতামত দিতে সক্ষম হবেন বলে জানান।

ওই মেমোতে আরো জানা যায়, উভয় পক্ষ পারস্পরিক অনাক্রমণ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হন। যেমন জুম্ম জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করতে 'বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য' গড়ে তোলা, উভয় দলের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দুই পক্ষের মধ্যে 'শান্তি উদ্যোগের' ঘোষণা দেয়া, পরবর্তী বৈঠকে উভয় দলের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে লিখিত চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে আচরণ সংযত করা, বৈঠকের পর উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টি হলে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া এবং পরবর্তী বৈঠক মার্চ ২০০৬ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত করা। উক্ত মার্চের বৈঠকে রাজনৈতিক ঐক্য, যুক্ত ফ্রন্ট গঠন, যুগপৎ আন্দোলন, শান্তি উদ্যোগ ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা চালানো হবে।

উক্ত মেমোর ভাষ্য মতে, বৈঠকে 'উভয় পক্ষ আন্তরিক পরিবেশে খোলামেলাভাবে নিজ নিজ পার্টির বক্তব্য তুলে ধরেন এবং দুই পার্টির মধ্যে চলমান সংঘাত শান্তিপূর্ণভাবে ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন'।

তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৫ - ৬ মে। 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সারাংশ' শিরোনামের অপর একটি মেমো থেকে জানা যায়: 'বিগত দ্বিতীয় বৈঠকে উভয় পার্টির মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়ন সম্পর্কে উভয় দলের প্রতিনিধি নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে উক্ত সিদ্ধান্ত পালনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করলেও, কোন পক্ষই বড় ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেনি, উভয় দল সংযত আচরণ করেছে ও ন্যূনতম কর্মসূচি বাস্তবায়নে দু'দলই কাজ করেছে বলে প্রতিনিধিরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন'।

মেমো থেকে আরো জানা যায়, উভয় দলের প্রতিনিধিগণ একে অপরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রকাশ করলেও, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসন ও ঐক্য-সমঝোতার ব্যাপারে উভয় পক্ষই তাদের আন্তরিকতা পুনর্ব্যক্ত করেন। জেএসএস প্রতিনিধি বৈঠকে আলোচনার মিনিটস ও গৃহীত সিদ্ধান্ত লিখিত ও স্বাক্ষরিত করতে অনীহা প্রকাশ করেন। ইউপিডিএফ প্রতিনিধি বিগত জেএসএস এর কংগ্রেসে পাশ করা ইউপিডিএফকে নির্মূল সংক্রান্ত ১৬ দফা প্রস্তাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। কারণ একদিকে সমঝোতা বৈঠক চলছে, অপরদিকে এভাবে নির্মূলীকরণের প্রস্তাব পাশ - তা সমঝোতার ব্যাপারে জেএসএস-এর আন্তরিকতা না থাকার বিষয়টি ফুটে ওঠে। উত্তরে জেএসএস প্রতিনিধি বলেন, যেহেতু চলমান বৈঠক সম্পর্কে জেএসএস-র মধ্যে সবাইকে অবহিত করা হয়নি, সেহেতু পূর্বের ধারাবাহিকতায় এ প্রস্তাবনা পাশ করা হয়'।

অর্থাৎ এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো জেএসএস একদিকে ইউপিডিএফের সাথে সমঝোতা বৈঠক করছে, অন্যদিকে পাশাপাশি তাদের দলীয় কংগ্রেসে ইউপিডিএফকে নির্মূলের কর্মসূচী গ্রহণ করছে। জেএসএস-এর এ রকম জঘন্য মানসিকতা ও দ্বিমুখী নীতি দেখেও ইউপিডিএফ যে তাদের সাথে বৈঠক করেছে সেটাই তো এক আশ্চর্যের বিষয়। ইউপিডিএফ নেতৃত্বের ঐক্য ও সমঝোতার জন্য পরম আন্তরিকতা না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব ছিল না।

তৃতীয় বা শেষ দফার বৈঠকে উভয় পক্ষ আন্দোলন জোরদার করতে বৃহত্তর ঐক্যের বিকল্প নেই বলে মত প্রকাশ করে 'উভয় দলের মধ্যে চলমান সংলাপ সকল কিছুর বিনিময়ে বজায় রাখার' সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া উভয় দলের প্রতিনিধিগণ দ্বিতীয় দফার বৈঠকে গৃহীত ৩ ও ৪ নং সিদ্ধান্তাবলী যথাযথভাবে বলবৎ রাখতে সম্মত হন।

জেএসএস এর সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন: কিন্তু বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ এবং সকল কিছুর বিনিময়ে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করার পরও, জেএসএস তৃতীয় দফার বৈঠক থেকে উঠে যেতে না যেতেই সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন করে রামগড়, গুইমারা, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি ও কুদুকছড়িতে একের পর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফ কর্মীদের হতাহত করে। ইউপিডিএফ সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনার উল্লেখ করে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে জেএসএস কাছে ১০ জুন ও ২২ জুলাই ২০০৬ দুই দফা লিখিত প্রতিবাদ এবং বৈঠক ফিরে আসার জন্য জেএসএস নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানায়। ২২ জুলাই মধ্যস্থতাকারীদের কাছে ইউপিডিএফ লিখেছে, 'তৃতীয় বৈঠক থেকে উঠে যেতে না যেতেই জনসংহতি সমিতি উক্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ শুরু করে। গত ১০ জুন আপনাদের বরাবরে লেখা এক চিঠিতে সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখ করে আপনাদের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র হামলা বন্ধ করেনি। উপরন্তু সমিতি সর্বত্র তাদের সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে।' সন্তু গ্রুপ ইউপিডিএফের উক্ত প্রতিবাদ ও আহ্বানের কোন জবাব দেয়নি।

বিশ্লেষণ: সন্তু গ্রুপ কেন স্বেচ্ছায় তৃতীয় বৈঠকে এসেছিল? এটা কি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে? না, তা মোটেই নয়। আসলে ২০০৬ সালে বৈঠক চলাকালীন অনুষ্ঠিত তাদের অষ্টম কংগ্রেসের প্রাক্কালে জেএসএস এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ও ভাঙন দেখা দিয়েছিল। জেএসএস-এর এই আভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতেই ইউপিডিএফ-এর সাথে সাময়িক সমঝোতার প্রয়োজন সন্তু লারমা অনুভব করেছিলেন। কারণ উভয় ফ্রন্টে লড়াই করার শক্তি তার ছিল না। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সংকটে পড়ে সন্তু লারমা স্বেচ্ছায় চতুর্থ বৈঠকের প্রস্তাব নিয়ে ইউপিডিএফের কাছে হাজির হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই বৈঠকের ব্যাপারে সন্তু লারমা জেএসএস কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোন আলোচনা করেননি। দুই একজন বাদে জেএসএস-এর কেন্দ্রীয় কোন নেতা এই বৈঠকের কথা জানতেন না। পরে যখন সবাই জেনে যায়, তখন জেএসএস এর অনেকে অবাক হয়েছিলেন, এবং এই বলে মন্তব্য করেছিলেন যে, এ রকম চুক্তি করলে তার শর্ত মেনে চলা জেএসএস নেতৃত্বের উচিত ছিল। তৃতীয়ত, সন্তু লারমা এই বৈঠকে জেএসএস এর প্রতিনিধিত্ব করতে তার ঘনিষ্ট এক নিকটাত্মীয়কে পাঠিয়েছিলেন।

সন্তু গ্রুপের লোকরা অন্য কয়েকটি বৈঠক সম্পর্কে মিথ্যাচার করলেও এই বৈঠকটি সম্পর্কে তারা টু শব্দ পর্যন্ত করেন না। অথচ এই বৈঠকটিই সন্তু লারমার মনের মতো শর্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই বৈঠকেই ঐক্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

৬. পঞ্চম বৈঠক: সাজেক সমঝোতা:

সন্তু লারমা তাদের দলীয় কংগ্রেস শেষ হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ বৈঠকের শর্ত মেনে চলেন। এরপর সংকট কেটে গেছে ভেবে তিনি দুই পার্টির মধ্যে গৃহীত উক্ত সমঝোতা পদদলিত করেন। কিন্তু এতে ফল হয় উল্টো। জুনের মধ্যেই জেএসএস দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দীঘিনালায় তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্য খুনোখুনির রূপ নেয়। সুধাসিন্ধু খীসা, রূপায়ন দেওয়ান, তাতিন্দ্র লাল চাকমা ও চন্দ্রশেখর ত্রিপুরাসহ জেএসএস এর বাঘা বাঘা নেতারা সন্তু লারমাকে নারী লোভী, অর্থ লোভী ও ক্ষমতালোভী আখ্যায়িত করে বিবৃতি দেন। এছাড়া তারা তার বিরুদ্ধে আরো বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। পরে এই নেতারা আলাদা কংগ্রেস করে জনসংহতি সমিতির এম এন লারমা গ্রুপ গঠন করেন।

ইউপিডিএফ জনগণকে নিয়ে জেএসএস এর নতুন হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে সন্তু গ্রুপ ২০০৭ সালের জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারীর মধ্যে খাগড়াছড়ির পুরো এলাকা ও রাঙামাটির বিরাট একটা অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে বাঘাইছড়ির সিজক এলাকায় আশ্রয় নেয়। এইভাবে কোণঠাসা হওয়ার পর তখন সন্তু লারমার পক্ষে তার দলীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ রকম এক কঠিন অবস্থায় পড়ে সন্তু লারমা নতুন করে ইউপিডিএফের সাথে আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেন। ইউপিডিএফকে বৈঠকে রাজী করাতে তিনি কার হাত পা ধরবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ঢাকার অনেকের কাছেও তিনি তখন ধর্ণা দিয়েছিলেন।

মানুষ পরিবর্তনশীল। সন্তু লারমা হয়তো তার ভুল বুঝতে পেরেছেন, হয়তো নিজেকে সংশোধন করেছেন - - এই ভেবে ইউপিডিএফ সন্তু লারমাকে আরেক বার সুযোগ দিতে বৈঠকে বসতে রাজী হয়। বাঘাইছড়ির সাজেকে চার দফায় দুই পার্টির মধ্যে পঞ্চম বারের মতো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়: প্রথম দফা ২৬ এপ্রিল ২০০৭, দ্বিতীয় দফা ৮ মে ২০০৭, তৃতীয় দফা ১৬ জুন ২০০৭ এবং চতুর্থ দফা ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭। তৃতীয় দফা আলোচনায় অর্থাৎ ১৬ জুন ২০০৭ দুই পার্টির মধ্যে স্থানীয় লেভেলে একটি নয়-দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'সমঝোতা ঘোষণাপত্রে' ২০০৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত উভয় পারে মধ্যে সংঘাত বন্ধ রাখা হয় এবং 'স্থায়ী শান্তি উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে হবে' বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ দফার বৈঠকে ইউপিডিএফ পরবর্তী এক মাস শান্তি বজায় রাখার ঘোষণা দেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইউপিডিএফ মধ্যস্থতাকারীদের কাছে একটি চিঠি দেয়। চিঠিতে দুই পার্টির মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠকের স্বার্থে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেএসএস কর্তৃক গৃহীত ইউপিডিএফকে নির্মূলের কর্মসূচী বাতিল করা এবং 'সমঝোতা প্রক্রিয়ার খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পূর্বসূত্র অনুসরণ' করতে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে জেএসএসকে অনুরোধ করা হয়। ২২ জুন ২০০৭ জারীকৃত একটি আভ্যন্তরীণ সার্কুলারে ইউপিডিএফ তার সকল শাখাকে উক্ত সমঝোতা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার নির্দেশ দেয়।

(চলবে)

কালিন্দী কুমার চাকমার দাবি

কল্পনার চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারীদের বিচার ও শাস্তি হওয়া জরুরী

ডেস্ক রিপোর্ট ॥ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের অপহৃত কল্পনা চাকমার ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা। গত ১১ জানুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ছিল উইমেন কর্তৃক আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বিশিষ্টজন, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের সামনে কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের বিচার ও শাস্তির দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আর যাতে কোন মেয়ে কল্পনার মত অপহরণের শিকার না হন বা অন্য কোন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার না হন, তা নিশ্চিত করার জন্যই কল্পনার চিহ্নিত অপহরণকারীদের বিচার ও শাস্তি হওয়া অতি জরুরী।

তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি সম্পর্কে বলেন, তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থলও পরিদর্শন করেনি এবং আমার বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীরও সাক্ষাৎকার নেয় নি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকারও নেয়া হয়নি। যেমন সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত টিএনও যিনি আমার বক্তব্য লেখেন তার সাথেও তদন্ত কমিটি কথা বলেনি। এতে আমার মনে হয়েছে তদন্ত কমিটি উচিত মত কাজ করে নি, তাদের কাজে যথেষ্ট অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করে ও সংশ্লিষ্ট সবার বক্তব্য না নিয়ে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্ট হতে পারে না।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, আমার অসুস্থ মা ও স্ত্রীসহ প্রতিবেশীরা সাক্ষ্য দিতে না পারেন, সেজন্য তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি এবং রাঙামাটি শহরে বসেই তাদের তদন্ত কাজ চালিয়েছে।

তিনি সিআইডির চূড়ান্ত রিপোর্ট সম্পর্কে বলেন, সিআইডির তদন্ত কর্মকর্তা শহীদউল্লাহ বাঘাইছড়ি থানা সদরে আমাকে ডেকে আমার বক্তব্য নেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি এবং সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেন নি। আমার ভাই লাল বিহারী চাকমা ঘটনার সাথে জড়িতদের মধ্যে যাদের চিনতে পেরেছেন তাদের নাম বলেন, আমিও বলি। কিন্তু তারপরও তিনি লেঃ ফেরদৌস, নুরুল হক ও সালেহ আহমেদকে আসামী করেন নি। তিনি যেভাবে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে কল্পনা চাকমা অপহরণের অপরাধী লে.ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের রক্ষা করা হয়েছে। তিনি দক্ষতা ও গুরুত্বের সাথে এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন নি। সুতরাং তার চূড়ান্ত রিপোর্ট কোনভাবেই কল্পনার ভাই হিসেবে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, আমরা দু'ভাই এখনও আমাদের প্রিয় ছোটবোন কল্পনাকে ভুলতে পারি নি। আমাদের বৃদ্ধা মা বাঁধুনি চাকমা অশ্রু সজল নয়নে কল্পনার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকতেন, সরকার-প্রশাসনের কোন পদস্থ ব্যক্তি তাকে খোঁজ নিতে যান নি। আমাদের মা তো বিরহ ব্যথায় ধুঁকে ধুঁকে মারাও গেছেন। যেভাবে বিচার কার্য চলছে সন্দেহ হচ্ছে, আমরা দু'ভাইও কি আদৌ সুষ্ঠু ন্যায় বিচার পাব? এদেশে কি আমরা জানমাল নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারব?

তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও সিআইডির চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে সরকার ও প্রশাসনের কাছে ন্যায় বিচার দাবি করেন।

কল্পনা চাকমা অপরহণ তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু কথা

৬ষ্ঠ পাতার পর

কমিশন এছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাতকার নেয়নি। এরা হলেন কল্পনা চাকমার মা বাধুনী চাকমা ও কালিন্দ কুমার চাকমার স্ত্রী চারুবালা চাকমা। কমিশন বলেছে 'বাধুনী চাকমার পক্ষে তার পুত্র ১ নং সাক্ষী কালিন্দ কুমার চাকমা সময় প্রার্থনা করে এ কমিশনের বরাবর এক আবেদন করে এবং সে প্রেক্ষিতে তাদেরকে ৩১/১০/৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়া হয় কিন্তু ঐদিনও তিনি উপস্থিত হননি।' এ প্রসঙ্গে কালিন্দ কুমার চাকমা এই নিবন্ধকারকে জানান তদন্ত কমিশন থেকে কেবল তাদের দুই ভাইকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য লিখিতভাবে আহ্বান করা হয়েছিল। বাধুনী চাকমা বার্ধক্যজনিত রোগে ১৯৯৯ সালের ১৮ অক্টোবর মারা যান। (স্বাধিকার, বুলেটিন নং ১৫, ১৮ জুন ২০০০) অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সাক্ষ্য দেয়া সম্ভব হওয়ার কথা নয়। তবে যেই হোক, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বাধুনী চাকমা ও কালিন্দ কুমারের স্ত্রী চারুবালা চাকমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কমিশনের আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল। এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর কমিশন যদি বাঘাইছড়ির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতেন এবং সেখানেই একদিন সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতেন তাহলে উক্ত দুই প্রত্যক্ষদর্শী ও তাদের প্রতিবেশীসহ অনেকে তাদের জবানবন্দী দেয়ার সুযোগ পেতেন। এতে বর্তমান তদন্ত রিপোর্টের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা বহুলাংশে কাটানো সম্ভব হতো। তাই প্রশ্ন জাগে, তদন্ত কমিশন কি ইচ্ছাকৃতভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটনাস্থলে যায়নি, যাতে অনেকে তাদের জবানবন্দী দেয়া থেকে বঞ্চিত হয়?

৩। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব না দেয়া

সাধারণত সবার সাক্ষ্য সমান গুরুত্ব পায় না। যে কোন অপরাধের ঘটনা তদন্তে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। অথচ তদন্ত কমিটি আশ্চর্যজনকভাবে প্রত্যক্ষদর্শী কালিন্দ কুমার ও লাল বিহারী চাকমার সাক্ষ্যকে কোন গুরুত্ব দেয়নি, বরং নানা কূট যুক্তি দিয়ে খারিজ করে দেয়। অপরদিকে, সেনাবাহিনী কল্পনা চাকমার অপহরণকে ঘিরে যে মিথ্যা প্রচারণা চালায় তাকেই তারা প্রামাণিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করে।

লাল বিহারী চাকমা (তদন্ত রিপোর্টে ২ নং সাক্ষী) অপহরণকারীদের তিন জনকে চিনতে সক্ষম হন। এরা হলেন কজইছড়ি আর্মি ক্যাম্পের অফিসার লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস, ভিডিপি সদস্য নুরুল হক ও সালেহ আহমেদ। ঘটনার পরদিন সকালে লাল বিহারী কল্পনা চাকমার খোঁজে অনিল বিহারী কার্বারী ও পুণ্য রঞ্জন মেম্বারকে নিয়ে ওই আর্মি ক্যাম্পে যান এবং ফেরদৌসের সাথে দেখা করেন। অপরদিকে কালিন্দ কুমার চাকমা সম্রাটসুর চাকমাকে নিয়ে টিএনওর কাছে যান। তিনি টিএনওর কাছে ঘটনা বর্ণনা করার সময় চিহ্নিত অপহরণকারী তিন জনের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু পুলিশের এফআইআর -এ এদের নাম না লিখে অজ্ঞাতনামা লেখা হয়। এখানে তদন্ত কমিশনের জন্য প্রমাণের বিষয় হলো কালিন্দ কুমার চাকমা টিএনও'র কাছে অপহরণকারীদের নাম বলেছেন কিনা। এক্ষেত্রে তিনি সত্যতা যাচাইয়ের জন্য (corroboration) যার উপর ও যে সব evidence এর উপর নির্ভর করতে পারতেন তা হলো তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত টিএনও হাসান জাহাঙ্গীর আলম ও সে সময় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার রিপোর্ট ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন। কিন্তু তদন্ত কমিশন সেটা করেনি। কমিশন প্রকাশিত অপ্রকাশিত অনেক গুজবকে গুরুত্ব দিয়ে তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, কিন্তু টিএনও কর্তৃক লেখা কালিন্দ কুমার চাকমার জবানবন্দী বিষয়ে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পত্র পত্রিকায় ও মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টে যা লেখা হয় তা আদৌ আমলে নেয়নি। এখানে এ বিষয়ে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে:

ক. বাঘাইছড়ি ঘুরে এসে প্রিসিলা রাজ "কল্পনা চাকমা গেলো কোথায়?" শিরোনামে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার ১৭ জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যায় লেখেন: "কল্পনা অপহরণ মামলার এফআইআর (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট) নিয়েও ঘনিয়ে উঠেছে রহস্য। মামলার বাদি কালিন্দী কুমার জানিয়েছেন, এফআইআর তাকে পড়ে শোনানো হয়নি। তিনি জানান টিএনওর কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছেন এফআইআর-এ তার পুরোপুরি উল্লেখ নেই। এফআইআর কে লিখেছেন তা নিয়েও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। রাঙামাটি ডিসি, এসপি ও বাঘাইছড়ি থানার ওসি এলাকা সফরকারী সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীসহ অন্যান্যদের জানিয়েছেন, বাঘাইছড়ি থানার টিএনও তা লিখেছিলেন। কিন্তু টিএনও হাসান জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন তিনি কালিন্দী কুমারের অভিযোগ রেকর্ড করে তাকে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাংবাদিকসহ অন্যান্যদেরকে টিএনও জবানবন্দির কপিটি দেখিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই জবানবন্দিতে আততায়ীদের 'হাতে বন্দুক ও টর্চের' উল্লেখ থাকলেও এফআইআরএ তা নেই। এছাড়া কালিন্দী কুমার চাকমা'র জবানবন্দি নেওয়ার পর এফআইআর পড়ে শোনানো হয়নি বলে যে অভিযোগ আছে সে বিষয়ে ওসি শহীদুল্লাহ বলেন, টিএনও কালিন্দী কুমারের জবানবন্দি নিয়েছেন, এবং তাকে পড়ে শুনিয়েছেন।

"কিন্তু টিএনও হাসান জাহাঙ্গীর আলম তা অস্বীকার করে বলেছেন, কালিন্দী কুমার তার কাছে এসেই প্রথম জবানবন্দি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা এফআইআর হিসেবে রেকর্ড হয়নি। কালিন্দী কুমারের জবানবন্দী লেখার পর তিনি তাকে তা পড়ে শোনাননি স্বীকার করেছেন টিএনও জাহাঙ্গীর আলম।"

কমিশন সদস্যরা যে সেনাবাহিনীর অপপ্রচারণায় প্রভাবিত হয়েছেন অথবা বলা যায় ফরমায়েশ মোতাবেক একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রমাণ করতে শুরু থেকেই তৎপর ছিলেন, তা তাদের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ঘটনার পর সেনাবাহিনী ও তাদের ভাড়াটে এজেন্টরা যে সব অপপ্রচারণা ও গুজব ছড়িয়েছিলেন সেগুলোর প্রতি কমিশন অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, এমনকি রিপোর্টে সেগুলো থেকে বেছে বেছে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়।

খ. ডেইলী স্টারের সাংবাদিক মোর্শেদ আলী খানও ঘটনার পর রাঙামাটি ও বাঘাইছড়ি সফর করেন। তিনি লেখেন: "The OC of Baghaichari Shahidullah, also the Investigative Officer (IO) of the case confirmed taking Khudiram statement as identifying the abductors, but said that despite his best efforts to rescue Kalpana, his investigation was hampered due to various reasons. .... During the investigation it was found out that the First Information Report (FIR), written by the OC from Khudiram's description, did not match the one recorded by the TNO of Baghaichari. The statement given to the TNO by Kalicharan was recorded with clear facts and figures while the FIR written by the OC lacked clarity. No one read out the FIR to Kalicharan before accepting it, it was alleged." [*Focus: A Month After Abduction, Kalpana Chakma Yet to be Rescued: Dhaka Saturday, 13 July 1996*]

৩. আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিনিধিও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন মহলের সাথে কথা বলেন। ৬ জুলাই ১৯৯৬ Draft Field Report এ সংগঠনটি লিখেছে: "TNO said he did not write the FIR. Rather, he said that he handwrote a statement on blank white paper for his own records. He then told Kalpana's older brother to go to the police. The TNO's notes are with him. He would not agree to let us copy it, but we did read it. It was far more thorough and specifc (eg how many men came, what time, name of Lt. Ferdous) than the FIR. We advised him to keep it in a safe place. He said he would produce it if ordered by the court." [হিল উইমেন্স ফেডারেশন সম্পাদিত 'কল্পনা চাকমার ডায়েরী'তে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ ১২ জুন ২০০১: পৃ: ১৮৩]

তদন্ত কমিশনের উচিত ছিল তৎকালীন টিএনও হাসান জাহাঙ্গীর আলমের জবানবন্দী নেয়া ও তিনি কালিন্দী কুমার চাকমার যে জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন তা উপস্থাপন করতে বলা। কিন্তু কমিশন কেন সেটা করেনি তা রহস্যজনক।

উপরোক্ত তিনটি উদ্ধৃতি থেকে যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় তা হলো: ক. কালিন্দী কুমার চাকমা লেফটেন্যান্ট ফেরদৌসসহ তিন জন অপহরণকারীর নাম টিএনও ও পরে থানার ওসির কাছে বলেছিলেন। খ. টিএনও সেটা হুবহু রেকর্ড করলেও ওসি তা করেননি। গ. টিএনওর লেখা জবানবন্দীটি এফআইআর হিসেবে রেকর্ডভুক্ত করা হয়নি। ঘ. টিএনও এবং ওসি কেউই লেখার পর জবানবন্দীটি এফআইআর হিসেবে রেকর্ড করার আগে কালিন্দী কুমারকে পড়ে শোনাননি।

এত সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তদন্ত কমিশন এ প্রসঙ্গে তার রিপোর্টে লিখেছে: "অথচ তিনি (কালিন্দ কুমার চাকমা) এ কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন উহাতে বলেননি যে তাকে পড়ে শোনানো হয়নি। তিনি বলেছেন 'আমি ঘটনার কথা টি,এন,ও সাহেবকে বললে তিনি লেখেন এবং আমি উহাতে দস্তখত দেই'। কাজেই তাকে পড়ে শুনানো হয়নি ইহা ঠিক নয়।" তদন্ত কমিশনের এ কথার প্রেক্ষিতে প্রথমে যা বলা দরকার তা হলো, কালিন্দ কুমার চাকমা তাকে তার জবানবন্দী পড়ে শোনানো হয়নি বলে শুরু থেকেই সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীসহ সবার কাছে বলে আসছেন, অথচ তিনি তা তদন্ত কমিশনকে বলবেন না তা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়ত, তদন্ত কমিশনের কথা যদি আমরা সত্য বলে ধরেও নিই এবং বিশ্বাস করি যে, ঘটনার কথা বললে টিএনও সাহেব লেখেন এবং উহাতে কালিন্দ দস্তখত দেন, তাহলেও কমিশনের কথা থেকে এটা কোন মতেই প্রমাণ হয় না যে, কালিন্দ কুমারকে এফআইআর পড়ে শোনানো হয়েছে।

৪। বিশেষ গোষ্ঠীর অপপ্রচারণায় প্রভাবিত হওয়া

কমিশন সদস্যরা যে সেনাবাহিনীর অপপ্রচারণায় প্রভাবিত হয়েছেন অথবা বলা যায় ফরমায়েশ মোতাবেক একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রমাণ করতে শুরু থেকেই তৎপর ছিলেন, তা তাদের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ঘটনার পর সেনাবাহিনী ও তাদের ভাড়াটে এজেন্টরা যে সব অপপ্রচারণা ও গুজব ছড়িয়েছিলেন সেগুলোর প্রতি কমিশন অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, এমনকি রিপোর্টে সেগুলো থেকে বেছে বেছে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়। যেমন একটা গুজব হলো এ রকম: কল্পনা চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন। কমিশন তাদের রিপোর্টের ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ দৈনিক সংবাদে "কল্পনা চাকমাকে নিয়ে ত্রিপুরাতেও নানা বিভ্রান্তি" শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়। এই উদ্ধৃতির কয়েক লাইন এ রকম: "কল্পনা চাকমা ত্রিপুরাতে আছেন কেউ কেউ এ রকম মতও প্রকাশ করেন এবং সে সূত্রের দেয়া তথ্যের অনুযায়ী কল্পনা এখন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আম্দারছড়া গ্রামে তার মাসীর বাড়ীতে আছেন। প্রথমে তাকে রাখা হয় দক্ষিণ ত্রিপুরার বারমাতেলি [সংবাদের মূল রিপোর্টে রাইমা ভেলি] সাবডিভিশনে শুক্রাই গ্রামে।"

প্রথমত, ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ঘুরে এসে সংবাদের উক্ত প্রতিবেদন লেখা হয়েছে বলে তদন্ত রিপোর্টে দাবি করা হলেও প্রতিবেদকের নাম নেই। সাধারণত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের শুরুতে প্রতিবেদকের নাম দেয়া না হলে "নিজস্ব প্রতিবেদক" অথবা "নিজস্ব বার্তা পরিবেশক" লেখা হয়। সংবাদের উক্ত প্রতিবেদনে এই কথাও লেখা নেই। দ্বিতীয়ত, সংবাদের উক্ত রিপোর্টটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং এতে কোথাও লেখা নেই যে প্রতিবেদক নিজে ত্রিপুরা সফর করেছেন। এমনকি তার পরিবেশিত তথ্যের সূত্র এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য কার কার সাথে কথা বলেছেন তার বিন্দু বিসর্গও উল্লেখ নেই।

তৃতীয়ত, কল্পনা চাকমা ত্রিপুরাতে আছেন এমন গুজব প্রচারিত হলে সে সময় বিবিসির উত্তর-পূর্ব ভারতের সংবাদদাতা সুবীর ভৌমিক জানান যে, তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে তিনি জেনেছেন কল্পনা চাকমা ত্রিপুরায় আছেন এমন গুজব ভিত্তিহীন। তার ওই রিপোর্ট বিবিসিতে প্রচারিত হয়েছিল।

চতুর্থত, সংবাদের ওই কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্টের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তদন্ত কমিশনের উচিত ছিল বস্তুনিষ্ঠতার স্বার্থে ওই সংবাদদাতাকে তলব করা। এমনকি কমিশন বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকারকে অনুরোধ করতে পারতো যাতে ভারত সরকার সংবাদে উল্লেখিত স্থানে কল্পনা চাকমার সন্ধান কাজে সহায়তা দেয়। কিন্তু কমিশন সে সব কিছুই করেনি, লিখেছে: "অনেকে অনেক কথা বললেও তার সত্যতা যাচাই করা যায়নি।"

তদন্ত কমিশন তাদের পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয় প্রমাণের জন্য যে কেবল তাদের পছন্দের মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্টকে গুরুত্ব দিয়েছে ও পত্রিকা থেকে বেছে বেছে উদ্ধৃতি দিয়েছে তা আরো স্পষ্ট হয়েছে কল্পনা চাকমার মা বাধুনী চাকমার বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে। কমিশন ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছে:

"মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক একটি তদন্ত করা হয় এবং অন্যান্যরা সহ কল্পনার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এবং তা ভিডিও করা হয়। উহার এক কপি সেনাবাহিনীর একজন সাক্ষী কর্তৃক আমাদের নিকট উপস্থিত করা হয়। উহাতে কল্পনা চাকমার মা বাধনী চাকমা বলেছেন যে তিনি তার মেয়ের খোঁজ খবর পান এবং সে ভালো আছে। আমরা ঐ ভিডিও রেকর্ড শুনেছি ও দেখেছি। কল্পনা চাকমার মা এর বিভিন্ন কাগজে যে ছবি ছাপা হয়েছে উক্ত ছবির সহিত ভিডিও তে ধারণকৃত ছবির হুবহু মিল রয়েছে।"

তদন্ত কমিশন তথাকথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের (সরকার কর্তৃক গঠিত বর্তমানের বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নয়) তদন্ত ও ভিডিওর কথা সোৎসাহে উল্লেখ করলেও, কল্পনা চাকমার মা বাধুনী চাকমার বক্তব্য তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। বাধুনী চাকমা উক্ত তথাকথিত মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য সত্য নয় বলে প্রত্যাখ্যান করে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। ১৯ আগষ্ট ১৯৯৬ "কল্পনার মা বলেন মানবাধিকার কমিশন মিথ্যাচার করেছে, আমি মেয়েকে ফেরত চাই" শিরোনামে দৈনিক সংবাদ ওই সংবাদ সম্মেলনের খবর প্রকাশ করে। সংবাদ জানায়:

"সাংবাদিক সম্মেলনে কল্পনার মা বাঁধুনী চাকমা বলেন, গত ৪ঠা আগষ্ট বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের একটি দল হেলিকপ্টারে করে প্রথমে সেনাবাহিনীর জোনে যায়। সেখান থেকে বিকেলে তারা কয়েকজন ভিডিআর সদস্য ও স্থানীয় বাঙালিদের নিয়ে তাদের (কল্পনার) বাড়িতে যায়। মানবাধিকার কমিশনের দলটি তার (কল্পনার মায়ের) কাছে শুধুমাত্র অপহরণের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চায়। তিনি অপহরণের ঘটনা বর্ণনা করেন। বাঁধুনী আরো জানান যে,

৯ম পাতায় দেখুন

কল্পনা চাকমা অপরহণ তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু কথা

৮ম পাতার পর

তিনি মানবাধিকার কমিশনের দলের কাছে এমন কোন কথা বলেননি যে কল্পনা অপহরণের পরেও দুবার তার সঙ্গে দেখা করেছে। এটি তাহা মিথ্যা, মানবাধিকার কমিশন উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করেছে।

"বাঁধুনী চাকমা এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তথ্য বিকৃত করে পরিবেশনের দায়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।"

বাঁধুনী চাকমার উক্ত সংবাদ সম্মেলনের খবর দেশের অন্যান্য জাতীয় দৈনিকেও প্রকাশিত হয়। অথচ তদন্ত কমিশন সে সম্পর্কে তাদের রিপোর্টে বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেনি। কমিশন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রর রিপোর্ট এবং অনেক নিরপেক্ষ রিপোর্টার ও ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক ঘটনাস্থল ঘুরে এসে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা প্রতিবেদন ও মন্তব্যগুলোকে কোন গুরুত্ব দেয়নি, তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ পর্যন্ত করেনি।

মন্তব্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ। অপহরণকারী লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের রক্ষার জন্যই উক্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। কেবল সেনাবাহিনীর দেয়া অসংলগ্ন বক্তব্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বক্তব্যকে কথার মারপ্যাচে খারিজ করে দেয়া হয়েছে। কমিশন লিখেছে: "২ নং সাক্ষী (কল্পনার ভাই লাল বিহারী চাকমা) কোন সময় থানায় গিয়েছে উহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। অতএব, ১ ও ২ নং সাক্ষী অত্র কমিশন সমীপে যে জবানবন্দী দিয়েছে তা অসত্য এবং ভিত্তিহীন। উপরোক্ত কারণাদিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কল্পনা চাকমার কথিত অপহরণের ব্যাপারে লেঃ ফেরদৌস ও ২ জন ভিডিপি সদস্য বা সেনাবাহিনী বা ভিডিপি জড়িত নয়।"

জোর যার মুল্লুক তার। অপহরণকারীদের চিহ্নিত করতে না পারলেও, কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন প্রমাণ করেছে যে, কখনো কখনো গায়ের জোরে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপনের মতো এভাবে আক্ষেপ করা ছাড়া কালিন্দ কুমার ও লাল বিহারী চাকমার আর কী আছে: "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে"।

সিআইডির চূড়ান্ত রিপোর্ট

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশন অপহরণকারীদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হলেও, "দায়েরকৃত এফ.আই.আর এর ভিত্তিতে (বাঘাইছড়ি থানার মামলা নং ২ তাং ১২/৬/৯৬) তদন্ত চালিয়ে অপহৃত মিস কল্পনা চাকমাকে উদ্ধার করত ও অপরাধীদের চিহ্নিত করত যথারীতি ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে" বলে সুপারিশ করেছিলেন। তাদের সেই সুপারিশের ভিত্তিতে বাঘাইছড়ি থানার এস আই ফারুক আহম্মদ তদন্ত চালান এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া সাক্ষ্যে উল্লেখিত অপহরণকারীদের নাম বাদ দিয়ে ২০১০ সালের ২১ মে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেন। বাদী কালিন্দ কুমার চাকমা উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজী আবেদন জানালে আদালত সিআইডির মাধ্যমে তদন্ত করানোর নির্দেশ দেন। এরপর সিআইডির তদন্ত কর্মকর্তা শহীদুল্লাহ গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ সিআইডি চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন।

উক্ত দুই চূড়ান্ত রিপোর্টের মূল সুর ও লক্ষ্য একই — অপহরণকারীদের রক্ষা করা। সিআইডির চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে,

"বাদীর ভাই লাল বিহারী চাকমা @ ক্ষুদিরাম চাকমাই একমাত্র সাক্ষী যিনি লেঃ ফেরদৌস সাহেব, ভিডিপি নুরুল হক ও সালেহ আহমেদকে চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাদী তাহার পরিবারের লোকজন ও এলাকার গণ্যমান্য লোকদের সাথে আলোচনা করিয়া এজাহার দেন। কিন্তু তিনি তাহার লিখিত এজাহারে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি উল্লেখ করেন নাই। তাই লাল বিহারী চাকমা @ ক্ষুদিরাম চাকমার প্রদত্ত বক্তব্যটি রহস্যপূর্ণ। তবুও তাহার দেওয়া তথ্য তদন্তকালে যাচাই করা হয়। কিন্তু সমর্থনে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই।"

এজাহারে কেন অপহরণকারীদের নাম নেই সে ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মূলতঃ শুরু থেকেই অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য সরকার ও সেনাবাহিনীর মরিয়া প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ঘটনার পর এফআইআর-এ লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও দুই ভিডিপি সদস্যের নাম না লিখে অজ্ঞাতনামা লেখা, বাদী কালিন্দ কুমার চাকমাকে এফআইআর পড়ে না শোনানো, তদন্ত কমিটির সদস্যদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে না যাওয়া, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জবানবন্দী না নেয়া, দায় এড়ানোর জন্য তদন্তের নামে eyewash — ইত্যাদি সবই একই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য করা হয়েছে। আর এখন সিআইডি ঘটনার আলামত নষ্ট করার জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। সিআইডির তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল্লাহ তার চূড়ান্ত রিপোর্টে একদিকে বলেছেন "ভবিষ্যতে কল্পনা চাকমা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া গেলে বা উদ্ধার করা সম্ভব হইলে যথানিয়মে মামলাটির পুনরায় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে", অন্যদিকে ১ নং ও ২ নং আলামত ('একটি রশি যাহার দ্বারা ঘরের দরজা বাধা ছিল এবং ঐ রাতে আগত অজ্ঞাত লোকেরা কাটিয়াছে বলিয়া কথিত' এবং 'একটি খয়েরী রং এর পলিষ্টার কাপড়ের তৈরী গুলি রাখার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ। অপহরণকারী লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের রক্ষার জন্যই উক্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। কেবল সেনাবাহিনীর দেয়া অসংলগ্ন বক্তব্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের বক্তব্যকে কথার মারপ্যাচে খারিজ করে দেয়া হয়েছে।

তোরঙ্গধানী') ধ্বংস করার আদেশ প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো আলামত নষ্ট করে ফেলা হলে ভবিষ্যতে কিভাবে তদন্ত করা সম্ভব হবে? এ বিষয়ে চূড়ান্ত রিপোর্টে তার বক্তব্য পুরোপুরি স্ববিরোধী। আসলে ভবিষ্যতে অপহরণের সাথে লেঃ ফেরদৌস এবং সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা যাতে কোনভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব না হয় তার জন্যই সকল আলামত নষ্ট করার এই ষড়যন্ত্র।

মোট কথা, পুলিশ ও সিআইডির তদন্ত অত্যন্ত দায়সারাভাবে করা হয়েছে। তদন্তের নামে এ ছিল এক মহা কেলেংকারী। তদন্ত কর্মকর্তারা কেউ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি এবং সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির যেমন বাঘাইছড়ির তৎকালীন টিএনওর সাক্ষাৎকার নেননি। কালিন্দ কুমার চাকমা নিবন্ধকারকে জানান, "আমার ভাই লাল বিহারী চাকমা ঘটনার সাথে জড়িতদের মধ্যে যাদের চিনতে পেরেছেন তাদের নাম বলেন, আমিও বলি। কিন্তু তারপরও তিনি লেঃ ফেরদৌস, নুরুল হক ও সালেহ আহমেদকে আসামী করেননি।" তার বক্তব্য থেকে আরো জানা যায়, এসআই ফারুক তদন্তে গিয়ে তাকে বলেন সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই কল্পনা চাকমা অপহরণ সাজানো হয়েছে। তার এই কথায় কালিন্দ কুমার দৃঢ় প্রতিবাদ জানান। এসআই ফারুকের উক্ত মন্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত কাজ সম্পাদন করেননি, শুরু থেকেই বাদী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে তদন্তে অগ্রসর হয়েছিলেন।

উপসংহার:

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল জলিলের তদন্ত রিপোর্ট এবং পুলিশ ও সিআইডির চূড়ান্ত রিপোর্ট চিহ্নিত অপহরণকারীদের রক্ষার জন্য বিধায় তা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), জনসংহতি সমিতির উভয় গ্রুপ ও বিভিন্ন সংগঠন উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও পুলিশ-সিআইডির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারের উচিত হবে অপহরণকারী লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস, ভিডিপি সদস্য নুরুল হক ও সালেহ আহমেদকে গ্রেফতার পূর্বক পুনঃতদন্তের মাধ্যমে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা। # ১২.০১.২০১৩

লংগদুতে সন্তু গ্রুপের ব্রাশফায়ারে

১ম পাতার পর

গ্রুপের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের উপর অতর্কিতে ব্রাশ ফায়ার করে। এতে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ইউপিডিএফ সদস্যরা পানিতে ঝাঁপ দেন। সন্ত্রাসীরা বোটযোগে গিয়ে পানিতেও তাদের উপর উপর্যপুরি ব্রাশ ফায়ার করে। এতে ঘটনাস্থলেই ইউপিডিএফের উক্ত দুই সদস্য নিহত হয়ে পানিতে তলিয়ে যান। ঘটনার তিন দিন পর গত ২৩ ডিসেম্বর ঘটনা স্থলের পার্শ্ববর্তী কাপ্তাই লেকের পানি থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ২৪ ডিসেম্বর নান্যাচরে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাদের দাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ও খুনীদের গ্রেফতারের দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি ও ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

গত ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১১টায় খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা।

বক্তারা বলেন, সন্তু লারমার সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একের পর এক ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতময় পরিস্থিতি জিইয়ে রেখেছে। সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসে এসব হত্যাকাণ্ড চালালেও তার বিরুদ্ধে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বরং জামাই আদর দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসিয়ে রেখেছে।

বক্তারা অবিলম্বে দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে হত্যার সাথে জড়িত সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণের দাবি জানান।

অপরদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে ২১ ডিসেম্বর ২০১২ বিকাল সাড়ে ৩টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্য সিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে আরো থেকে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের অন্যতম সংগঠক মিনহাজ আহমেদ ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সংগঠক এম এম পারভেজ লেনিন। পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য বিনয়ন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম বলেন, বিদ্যা রঞ্জন চাকমা ও নবায়ন চাকমাদের খুনের ঘটনার সাথে সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জড়িত। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং খুনিদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি করেন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা বলেন, ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সন্তু লারমা'র নির্দেশে তার সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ২৩৩ জন ইউপিডিএফ-এর নেতা-কর্মী ও সমর্থককে খুন করা হয়েছে। ইউপিডিএফ ও তার শতশত কর্মী-সমর্থকদের খুন করার ঘটনাই প্রমাণ করে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি দেউলিয়া হয়ে পড়েছে।

সুবলঙে ১২ নারীকে অপহরণ করার অভিযোগ সন্তু গ্রুপের মিথ্যাচার: ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সুবলং ইউনিটের সংগঠক তরুণ বিকাশ চাকমা গত ১৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের দিঘোলছড়ি গ্রাম থেকে ১২ নারীকে অপহরণ করার অভিযোগকে ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও সন্তু গ্রুপের জঘন্য মিথ্যাচার আখ্যায়িত করে বলেছেন, "আসলে সে ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। চাঁদা দাবি করার অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানানো। এতে সত্যতার লেশমাত্র নেই।"

তিনি বলেন, "গত ১৪ জানুয়ারী সোমবার দিঘোলছড়ি এলাকার জনগণ ইউপিডিএফের সহায়তায় সন্তু গ্রুপের লোকজনকে ওই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদেরকে জিম্মি দশা থেকে মুক্ত করে। এ কারণে সন্তু গ্রুপ আক্রোশ বশতঃ দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে এভাবে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছে।"

সরকারের দালাল সন্তু চক্রের অপপ্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইউপিডিএফ সংগঠক আরো বলেন, সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও গণ অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করেছে, দিকে দিকে জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের শায়েস্তা করছেন। তাদের মুসলিম লীগের মতো ভাগ্যবরণ এখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কল্পনা চাকমা অপহরণ

নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের

হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনা তদন্তে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন ও অপহরণের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ। সংসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা এবং সহ-সভাপতি ও কবাখালী ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্ব কল্যাণ চাকমা ১৯ জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানান। বিবৃতিতে তারা কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার গত ১৬ জানুয়ারী রাঙামাটি জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত পুলিশ সুপার কর্তৃক পুনঃতদন্ত আদেশও প্রত্যাখান করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে এবং এ সমস্ত ঘটনার কোনটারও সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার হয়নি। কল্পনা অপহরণ ঘটনার যদি সুষ্ঠ নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায় বিচার না হয় তাহলে দেশের জনগণ বিচারের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস হারাবে। ঘটনায় জড়িত অপরাধীরাও আইনের আওতায় শাস্তি পাবে না এবং অন্যান্যরাও অপরাধ সংঘটিত করতে উৎসাহিত হবে।

বিবৃতিতে তারা কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত সকল সংগঠনের কর্মসূচীর প্রতিও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং সংগঠনকে কল্পনা চাকমা'র ইস্যু নিয়ে ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

থুমাচিং মারমার খুনীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার বড় ডলু পাড়ায় থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণকারী খুনীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ২৮ ডিসেম্বর শুক্রবার চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

চট্টগ্রামের দোস্ত বিল্ডিং এলাকা থেকে দুপুর ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য শিমন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ সভাপতি সুমন চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আহ্বায়ক আমির আব্বাস, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য জুপিটার চাকমা, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা মামুন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য এমএম পারভেজ লেলিন, শিক্ষক ও মানবাধিকার কর্মী সালমা জাহান মিলি ও কাউখালীর ফটিকছড়ি ইউপি মেম্বার মেথুই মারমা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান সমাবেশ পরিচালনা করেন।

বক্তারা বলেন, গত ২১ ডিসেম্বর রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার বড়ডলু পাড়ায় ৮ম শ্রেণীর স্কুল ছাত্রী থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়। ঘটনার ৭ দিন অতিবাহিত হলেও ধর্ষক ও খুনীদের এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। পত্রিকা মারফত আমরা জেনেছি ধর্ষণকারী ও খুনী হিসেবে দু'জনকে প্রশাসন সন্দেহ করছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তারপরও তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, বরং কাউখালীর বড়ডলু পাড়ার জনগণ এখন ভয়ে ও আতংকে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

বক্তারা আরো বলেন, সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে নারীর উপর সহিংসতা বেড়ে গেছে। গত অক্টোবর মাসেই চট্টগ্রামে একজন স্কুল ছাত্রী ও একজন গর্ভবতী মহিলাসহ দু'জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, খুন হয়েছেন একজন। অন্যদিকে প্রায় প্রতি মাসেই পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও না কোথাও পাহাড়ি নারীদের ওপর যৌন হামলা হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নিপীড়নের অংশ হিসেবেই মূলত: এখানে যৌন নির্যাতন চালানো হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহাড়িদের মধ্যে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে তাদেরকে দমিয়ে রাখা।

বক্তারা অবিলম্বে থুমাচিং মারমাকে ধর্ষণ ও খুনের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে নারী নির্যাতন বন্ধের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় বাড়ির পাশ্ববর্তী জমি থেকে থুমাচিং মারমা গরু আনতে গেলে সেখানে দুর্বৃত্তরা তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জমির পাশের জঙ্গলের ভেতর উলঙ্গ অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়।

মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মদ চোলাই, বিক্রি ও পান সহ বিভিন্ন মাদক যেমন- হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা, ইয়াবা ইত্যাদি ব্যবহার ও জুয়া খেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এলাকায় এলাকায় শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, নারী, জনপ্রতিনিধি তথা সমাজের সর্বস্তরের সচেতন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মাদক ও জুয়া বিরোধী কমিটি গঠন করতে হবে।

পোস্টার, লিফলেট, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে মাদক ও জুয়া বিরোধী প্রচার জোরদার করুন। প্রয়োজনে মদ সহ বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবনকারী ও জুয়াড়ীদের বয়কট করুন এবং শাস্তি দিন।

সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে ধর্মান্তরিত করায় যুব ফোরামের উদ্বেগ প্রকাশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে যুব সমাজের মুখপাত্র গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম (ডিওয়াইএফ)-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নতুন কুমার চাকমা ও মাইকেল চাকমা গত ৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যত্র হতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু প্রান্তিক জাতি ও জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ফাঁদে ফেলে ঢাকার এক মসজিদ কমপ্লেক্সে ধর্মান্তরকরণ ও একটি বিশেষ দলে যুক্তকরণের সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে যুব নেতৃদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর এ ধরনের আগ্রাসী তৎপরতা বন্ধে ভূমিকা রাখার সংবাদ মাধ্যমসহ দেশের গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি বুধবার বিকেল রাজধানীর সবুজবাগ থানাধীন আবুজর গিফারী মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতর থেকে ৩ থেকে ১৪ বছর বয়সী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ১৬ জন শিশুকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

নির্মল সেনের মৃত্যুতে ইউপিডিএফ-এর শোক প্রকাশ

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সভাপতি প্রসিত খীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা এক বিবৃতিতে বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাংবাদিক ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সভাপতি নির্মল সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতৃদ্বয় নির্মল সেনকে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব অভিহিত করেন এবং তার সাথে বিভিন্ন সময় আন্দোলনের ব্যাপারে যোগাযোগ ও বৈঠকের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাংবাদিক নির্মল ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা ও মহালছড়ি থানা শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর দিঘীনালা ও মহালছড়ি থানা শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি বুধবার দিঘীনালা থানা শাখার ৬ষ্ঠ কাউন্সিল ও ২৪ জানুয়ারি মহালছড়ি থানা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল সম্পন্ন করা হয়।

কাউন্সিল শেষে দিঘীনালা থানা শাখায় অংকন চাকমাকে সভাপতি, নিউটন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও জহেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য কার্যকরী কমিটি সহ ২৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষে দিঘীনালা উপজেলার বোয়ালখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার বিদায়ী সভাপতি রজেন্টু চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দেবদত্ত ত্রিপুরা, সুমেন চাকমা, চন্দনী চাকমা, সুপ্রিয়া চাকমা, চন্দ্র রঞ্জন চাকমা, সীমা দেওয়ান ও জীবন চাকমা প্রমুখ।

অপরদিকে রতন স্মৃতি চাকমাকে সভাপতি, তপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও উইলসন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি সহ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট মহালছড়ি থানা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে মহালছড়ি উপজেলার চংড়াছড়ি মুখ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে রতন স্মৃতি চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অলকেশ চাকমা, চন্দ্রদেব চাকমা, সর্বানন্দ চাকমা, বিপুল চাকমা ও তনয় চাকমা। তপন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের

শেষ পাতার পর

পাহাড়ি নারী বলে তাঁর অপহরণের বিচার আজো হলো না।

এছাড়া বক্তাগণ কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গোল টেবিল বৈঠকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, সংবাদ কর্মী শিশির মোড়ল, নাট্য কর্মী বন্যা মির্জা, ব্যারিষ্টার সাদিয়া আরমান, সাইদিয়া গুলরুখ, হানা শামস, সাবেক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কবিতা চাকমা, বর্তিকা চাকমা ও সমারি চাকমাসহ শতাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী ও গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

দিঘীনালায় তারাবুনিয়া হত্যাকান্ড দিবসে স্মরণ সভা

'৭১ সালে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দিঘীনালা তারাবুনিয়ায় হত্যাকান্ডে নিহতদের স্মরণে গত ২১ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় বোয়ালখালী শান্তি লক্ষীপুর পাড়ায় এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুধাংশু বিমল চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর দিঘীনালা ইউনিটের প্রধান সংগঠক মিল্টন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার সহ সভাপতি জীবন চাকমা ও হাসিনছনপুর গ্রামের কার্বারী সৌভাগ্য শ্রী চাকমা। সভা শুরুর আগে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তারাবুনিয়া গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে কমপক্ষে ৯ জন জুম্মকে হত্যা করে।

একই দিন সেটেলার হামলায় নিহত চিকন মিলা চাকমার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষেও এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দরিদ্র শীতার্তদের মাঝে ইউপিডিএফের কম্বল বিতরণ

জনগণের সেবামূলক কাজের অংশ হিসেবে সাজেক, মাটিরাঙ্গা ও রামগড় এলাকায় ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) হতদরিদ্র শীতার্ত জনগণের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে।

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১২, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে দরিদ্র শীতার্ত জনগণের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। ইউপিডিএফ'র সাজেক ইউনিটের প্রধান সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাজেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা, মেম্বার বিন্দয় কান্তি চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, জ্যোতিলাল চাকমা, মিসেস অরুণা তালুকদার, নয়রঞ্জন চাকমা, অশোক কুমার চাকমা, সুখময় চাকমা ও নিরুপা চাকমা প্রমুখ।

অন্যদিকে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ইউপিডিএফ হতদরিদ্র জনগণের মাঝে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেছে। জনগণের সেবামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইউপিডিএফের মাটিরাঙ্গা ইউনিট এ শীতবস্ত্র বিতরণের কর্মসূচি হাতে নেয়। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর '১২ মাস জুড়ে এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন গ্রামের হতদরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। জনগণ ইউপিডিএফের এই ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান এবং এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।

আটককৃত ভালুকের মাংস

ইউপিডিএফের বন্যপ্রাণী রক্ষার কার্যক্রম

খাগড়াছড়িতে ২৫ কেজি ভালুকের মাংস আটক

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী শিকার, বিক্রি ও পাচার বন্ধ করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অন্যতম।

এ কার্যক্রমের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুর বাজার থেকে গত ১৬ জানুয়ারি ইউপিডিএফ সদস্যরা ২৫ কেজি ভালুকের মাংস সহ মাংস বিক্রেতা বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়নের মেলাছড়া গ্রামের রাজ্যধন চাকমা, বসন্ত কার্বারী পাড়ার জয়শান্তি চাকমা ও বকুল কার্বারী পাড়ার অনেষ কান্তি চাকমাকে আটক করে। পরে তাদেরকে স্থানীয় মুরুব্বীদের হাতে ভবিষ্যতে আর বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী শিকার করবে না এই শর্তে ছেড়ে দেয়া হয়।

আটককৃত মাংস খাগড়াছড়ি সদরের পিরিফুল, দশবল, চম্পাঘাট ও কমলছড়ি শিশু সদনে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে হরিণ, বাঘ, ভালুক সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী প্রায় বিলুপ্তির পথে। এইসব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইউপিডিএফ-এর মাঠ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ প্রায় সময় বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বন্যপ্রাণী নিধনের মাত্রা বর্তমানে অনেকটা কমে এসেছে।

চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার বিভাগীয়

১ম পাতার পর

কর্মসূচিতে সর্বস্তরের জনতা পাশে থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

সড়ক অবরোধ শেষে নেতৃবৃন্দ আগামী দুই মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০ মার্চের মধ্যে চিহ্নিত কল্পনা অপহরণকারী লে. ফেরদৌস, ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার সালেহ আহম্মদ ও ভিডিপি সদস্য নুরুল হককে গ্রেফতার এবং বিচার বিভাগী তদন্ত কমিটি গঠিত না হলে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

দাবি আদায়ের সমর্থনে সাত সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, সভা আয়োজন ও প্রচারণা অব্যাহত থাকবে বলেও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার আজ শুধু কল্পনা চাকমার ভাইদের বা তাদের পারিবারের দাবি নয়। এ দাবি সকল নিগৃহীত নারীর দাবি তথা পাহাড়ি-বাঙালি-সান্তাল-গারো-মুনিপুরী বলতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের অধিকার বঞ্চিত সংখ্যালঘু জাতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত। কল্পনা অপহরণ একটি জাতীয় ইস্যু। কল্পনা অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান গোটা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরই অংশ।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, কল্পনার অপহরণকারীগণ চিহ্নিত হওয়ার পরও তাদের গ্রেফতার না করে সরকার অহেতুক কালক্ষেপণের মাধ্যমে অপহরণকারীদের রক্ষার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তদন্ত চালিয়েও যে পুলিশ কল্পনা অপহরণের বিষয়ে কোন কূল কিনারা করতে পারেনি আবারো পুলিশ সুপারকে দিয়ে তদন্ত করা অপরাধীদের রক্ষার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না। এভাবে তদন্তের নামে দীর্ঘসূত্রীতা ও তালবাহানার কোন মানে হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিবাদী জনগণ আর তদন্তের নামে কানামাছি খেলা দেখতে প্রস্তুত নয়, তারা চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দেখতে চায়।

এর আগে গত ২ জানুয়ারি হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সংগঠন সিআইডির দাখিল করা চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান ও চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করে। এর পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরীতে লাগাতার বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ৪ জানুয়ারি বাঘাইছড়ি ও ঢাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই দাবিতে ৬ জানুয়ারি রাঙামাটির নান্যাচর, কুদুকছড়ি, ৭ জানুয়ারি পানছড়ি, মহালছড়ি, দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং ৯ জানুয়ারি তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

"চিহ্নিত কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের রক্ষার্থে সিআইডি প্রণীত চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে" হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ১১ জানুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এতে দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীগণ কল্পনা অপহরণ বিষয়ে সিআইডির তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। একই দিন কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়ি সদর ও কাউখালীতে বিক্ষোভ মিছিল করে সংগঠনগুলো। একই দাবিতে ১৩ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সদর সহ বিভিন্ন উপজেলায় এবং ১৪ জানুয়ারি বাঘাইছড়িতে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ১৫ জানুয়ারি রাঙামাটির কুদুকছড়িতে এক সংবাদ সম্মেলন করে। একই দিন খাগড়াছড়ি, মহালছড়ি ও চট্টগ্রামে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর ১৬ জানুয়ারি রাঙামাটি মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালত কর্তৃক পুলিশ সুপারকে দিয়ে কল্পনা অপহরণ পুনঃতদন্তের আদেশ দিলে তা প্রত্যাখ্যান করে তিন সংগঠন তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

আদালতের এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে চিহ্নিত অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ১৭ জানুয়ারি গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল করে এবং ১৮ জানুয়ারি রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলায় একযোগে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

উল্লেখ্য, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমা ১৯৯৬ সালের ১২ জুন (১১ জুন মধ্যরাত) রাঙামাটির বাঘাইছড়ি থানাধীন নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কজইছড়ি ক্যাম্পের তৎকালীন কমান্ডার লেঃ ফেরদৌস ও তার সশস্ত্র সহযোগীদের দ্বারা অপহৃত হন। ২০১০ সালের ২১ মে বাঘাইছড়ি থানার তৎকালীন এস আই ফারুক আহম্মদ চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে তিনি অপহরণকারীদের সনাক্ত করতে ও কল্পনা চাকমার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে ব্যর্থ হন। মামলার বাদী কল্পনা চাকমার ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজী আবেদন জানালে আদালত সিআইডি দ্বারা তদন্ত করানোর নির্দেশ দেন।

এরপর ২০১২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের(সিআইডি) কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল্লাহ কল্পনা চাকমার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং ভবিষ্যতেও উদ্ধারের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

সিআইডির দাখিল করা উক্ত রিপোর্টের উপর শুনানী শেষে গত ১৬ জানুয়ারি রাঙামাটি মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতের অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সিরাজুদ্দৌল্লাহ কুতুবী পুলিশ সুপারকে(এসপি) দিয়ে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার পুনঃ তদন্তের আদেশ দেন।

তুরস্ক কর্তৃক যুদ্ধাপরাধীদের

১ম পাতার পর

সরকারের দো'মুখী ভূমিকায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে ৭ গণতান্ত্রিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিচার চলাকালীন অবস্থায় তুরস্কের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি দলের সফর, দূতিয়ালি ও অপরাধীদের সাজা মওকুফের সুপারিশকে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর সামিল এবং 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করেছেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে ৭ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপি'র উভয়ের স্বীয় দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য দেয়ারও তীব্র সমালোচনা করেছেন। নেতৃবৃন্দ কোন রূপ রাজনৈতিক পক্ষপাত না দেখিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের নিরপে বিচারের দাবি জানান। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত ডজনের অধিক গণহত্যার বিচার এবং মানবতাবিরোধী খুনী যুদ্ধাপরাধীতুল্য সন্তু লারমা ও তার পোষ্যবাহিনীকে দুর্নীতি-কেলেঙ্কারিসহ বহু হত্যাকান্ডের অপরাধে বিচারের কাঠগড়ায় তোলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সুমেন চাকমা ও থুইক্য চিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, সাজেক নারী সমাজের সভানেত্রী নিরূপা চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা।

২০১২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত

শেষ পাতার পর

আড়াল করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিতর্কিত ভূমিকাকে কেবল চাপা দেয়া হয়েছে তা নয়, তাদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তাই রিপোর্টটি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অপরদিকে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার না হওয়ায় রাঙামাটিতে পাহাড়িদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রাঙামাটির নানিয়াচরে পাহাড়িদের সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত নৌকা বাইচ প্রতিযোগীতা বর্জনের মাধ্যমে।

বিভিন্ন স্থানে সেটলার হামলা

২০১২ সালে পাহাড়িদের উপর কমপক্ষে ১২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সব হামলায় ১৫ ব্যক্তি আহত, ৫টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, একটি বৌদ্ধ মন্দির ও একটি হিন্দু শিব মন্দিরে ভাঙচুর এবং একটি পাহাড়ি পরিবার উচ্ছেদের শিকার হয়। এছাড়া হামলাকারীরা অনেক ক্ষেত্রে পাহাড়িদের বাড়িতে লুটপাটও চালায়। অধিকাংশ হামলা হয়েছে ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে।

গ্রেফতার

গত বছর ইউপিডিএফের ৩৬ জন সদস্য গ্রেফতার হয়। এদের মধ্যে ২৫ জনকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এবং বাকি ১১জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের প্রায় সবার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় এবং হত্যা, চাঁদাবাজি ও অস্ত্র আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। অবশ্য অনেকে আদালতের নির্দেশে জামিনে মুক্তি লাভ করে। অপরদিকে সেনা অপারেশন ও তল্লাশীর ঘটনায় ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

সন্তু গ্রুপের হামলা

২০১২ সালে জেএসএস সন্তু গ্রুপের হামলায় নিহত হয় ৮ ইউপিডিএফ সদস্য, ১ জেএসএস এম এন লারমা গ্রুপের সদস্য ও তিন ইউপিডিএফ সমর্থক। এছাড়া অপর ৬ ইউপিডিএফ সদস্য, ৬ জেএসএস এম এন লারমা গ্রুপের সদস্য ও ১ ইউপিডিএফ সমর্থকের ওপর হত্যা প্রচেষ্টা চালানো হয়। এতে অনেকে গুরুতর আহত হন। সন্তু গ্রুপ ৩৮ জনকে অপহরণ করে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৪ জনকে গুম করা হয়েছে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। বাকিদের অধিকাংশকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এদের বাইরেও ৪ নিরীহ ব্যক্তির ওপর নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এছাড়া সন্তু গ্রুপ খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ অফিসে আগুন দিয়ে আংশিক ক্ষতি করে এবং সুবলং ও বান্দরবান অফিস দখলের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

বোরকা পার্টি

সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা এক ইউপিডিএফ সদস্য ও অপর এক সমর্থককে খুন, ১৪ জনকে অপহরণ, ১১ ব্যক্তির ওপর শারীরিক নির্যাতন ও ৪ ইউপিডিএফ সদস্যের পরিবারকে গ্রাম থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে।

ধর্ষণ

গত এক বছরে জুম্ম নারী ধর্ষিত হয়েছেন মোট ১৯ জন। এদের মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪ জন ও ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ৪ জনকে। ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন ১২ জন, যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১ জন ও অপহৃত হয়েছেন ১ জন। ধর্ষিতাদের মধ্যে ১১ বছর বয়সী শিশু, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতীও রয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষিতা ১৯ জনের মধ্যে ১৫ জন ধর্ষণের শিকার হন সেটলার ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য কর্তৃক।

অপরদিকে বাঙালি নারী ধর্ষিত হন ৮ জন ও ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হন ২ জন। ধর্ষণকারী বা ধর্ষণ প্রচেষ্টাকারীরা পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায় থেকে রয়েছে।

ভূমি বেদখল

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ভূমি বেদখল সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। প্রধানত খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা, রামগড়, দীঘিনালা, মহালছড়ি, রাঙামাটির বরকল, কাপ্তাই এবং বান্দরবানের লামা ও থানছিতে এসব ঘটনা ঘটেছে। জমি বেদখলকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনাও ঘটে এবং দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। খাগড়াছড়ির বেতছড়িতে সেটলাররা দুই পাহাড়ির ১৫ একর জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালালে সংঘর্ষ বাঁধে। এর জের ধরে পরদিন খাগড়াছড়ি বাজারে সেটলাররা দুই পাহাড়িকে মারধর করে। কাপ্তাইয়ে একটি চা বাগান কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলায় ৫০০ পাহাড়ি পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। (৩০ এপ্রিল, প্রথম আলো)। অপরদিকে বান্দরবানের থানছি সদরে বিজিবির একটি ক্যাম্প নির্মাণের জন্য ৪০ একর জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

জননেতা ভাসানীর জীবনী স্কুল পাঠ্যসূচি

শেষ পাতার পর

বাদ দেয়া মোটেও সুবিবেচনাপ্রসূত নয়।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে তারা মজলুম জননেতা ভাসানী, রুনু খাঁ (ব্রিটিশ আগ্রাসন প্রতিরোধ লড়াইয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবাদপ্রতিম বীর), সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়কদেরসহ এ অঞ্চলে মুঘল, ব্রিটিশ আগ্রাসন ও পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত বহু বীরত্বপূর্ণ ঘটনার বীর-নায়কদের জীবনী ও ইতিহাস স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে আবশ্যকীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি জানান।

বিবৃতিতে সাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোর সমালোচনা করে আরো বলেন, ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে মুখে ফেনা তুললেও বাস্তবিক অর্থে ক্ষমতাসীন দল তথা শাসকচক্রই ইতিহাস বিকৃতির মূল হোতা। যার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে, স্কুলের পাঠ্য সূচি থেকে ভাসানীর মত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতার জীবনী বাদ দেয়া। নতুন প্রজন্মকে এ অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস জানতে না দিতে শাসকচক্র তা সুকৌশলে বাদ দিয়েছে।

সরকার পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর

১ম পাতার পর

বাস্তবত ক্ষমতাসীন সরকার পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশ শাসন করছে। সরকার একদিকে স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে প্রহসন, দুর্নীতি-কেলেঙ্কারিসহ দেশের মূল সমস্যা আড়াল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জারি রেখেছে অপারেশন উত্তরণের নামে সেনা শাসন এবং পাহাড়িসহ ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বাঙালি জাতীয়তা।'

রাঙামাটি-রামুসহ বিভিন্ন জায়গায় জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামাতভুক্ত দলের লোকজন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ করে তিনি আরো বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবতাবিরোধী খুনী আল বদর-রাজাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ পাহাড়ি জনগণের চিহ্নিত দুশমন সন্তু গ্রুপকে সরকার খোলাখুলি মদদ দিয়ে যাচ্ছে।'

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা দেশে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান ও জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাহাড়-সমতলে নিপীড়ত মানুষের সংগ্রামী মৈত্রী গড়ে তোলারও আহ্বান জানিয়েছেন।

৪র্থ বর্ষ ‖ ১ম সংখ্যা ‖ ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ ‖ জাতীয় ডাক

২০১২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে ইউপিডিএফ

- রাঙামাটি শহরে সাম্প্রদায়িক হামলা ছাড়াও পাহাড়িদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ১২টি
- ইউপিডিএফের সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন ৩৬ জন
- সন্ত্র গ্রুপের হামলায় ইউপিডিএফ সদস্য নিহত হয়েছেন ৮ জন
- ইউপিডিএফের সমর্থক অপহৃত হয়েছেন ৩৮ জন
- লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টির হাতে নিহত হয়েছেন ২ জন ও অপহৃত হয়েছেন ১৪ জন
- জুম্ম নারী ধর্ষিত হয়েছেন ১৯ জন ও ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন ১২ জন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল (Human Rights Monitoring Cell) ২০১২ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়েছে গত বছর ২২ - ২৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়িদের ওপর কমপক্ষে ১২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ইউপিডিএফের সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন ৩৬ জন। জেএসএস সন্ত্র গ্রুপের হামলায় নিহত হয়েছেন ৮ জন ইউপিডিএফ সদস্য ও অপহৃত হয়েছেন ৩৮ জন সমর্থক। লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টির হাতে নিহত হয়েছেন ২ জন ও অপহৃত হয়েছেন ১৪ জন। এরা সবাই ইউপিডিএফ সমর্থক।

জুম্ম নারী ধর্ষিত হয়েছেন মোট ১৯ জন। এদের মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪ জন ও ধর্ষণের পর খুন হয়েছেন ৪ জন। এছাড়া ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন ১২ জন, যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১ জন ও অপহৃত হয়েছেন ১ জন। অপরদিকে বাঙালি নারী ধর্ষিত হন ৮ জন ও ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার ২ জন।

জমি বেদখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় একটি চা বাগান কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলায় ৫০০ জুম্ম পরিবারের মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করে।

রাঙামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা

২০১২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ওপর বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে একটি। এটি ঘটে ২২ - ২৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে। এতে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান, কলেজের শিক্ষক, ডাক্তার ও সাংবাদিকসহ শতাধিক পাহাড়ি আহত হন। এছাড়া হামলাকারী বাঙালিরা বনরূপায় পাহাড়িদের বেশ কয়েকটি দোকান পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলা চালায় এবং একটি বাস ও ৫টি মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাঙামাটি কলেজ বাসের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাসে পাহাড়ি ও বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে হাতাহাতি থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত হলেও, যেভাবে তা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ে ও পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়, তাতে স্পষ্ট যে এ ঘটনা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

ঘটনার পর গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করলেও হামলার সাথে জড়িতদের কাউকে গ্রেফতার কিংবা শাস্তি দেয়া হয়নি। অধিকন্তু রিপোর্টে প্রকৃত অপরাধী ও তাদের মদদদাতাদের ১১ পাতায় দেখুন

জননেতা ভাসানীর জীবনী স্কুল পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেয়ায় পার্বত্য সাত সংগঠনের প্রতিবাদ

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর জীবনী 'পঞ্চম' ও 'অষ্টম' শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক থেকে বাদ দেয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সংগঠন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম-এর সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক থুইক্য চিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড-এর সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা, সাজেক নারী সমাজ-এর সভাপতি নিরূপা চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা ও খিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সুমিতা চাকম গত ১৫ জানুয়ারি সংবাদপত্রে দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

বিবৃতিতে সাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভাসানীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি তার সমর্থনের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে তার জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিদের 'ওলাইকুম আসসালাম' জানিয়ে ভাসানী পাঞ্জাবি শাসকদের প্রতি মোহ ভঙ্গের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। বলতে গেলে এক অর্থে তখন থেকেই পূর্ব বাংলার জনমনে স্বাধীনতার চেতনা জেগে উঠেছিল। তার মত একজন নিঃস্বার্থ জনদরদী সংগ্রামী জননেতার জীবনী স্কুলের পাঠ্য সূচি থেকে ১১ পাতায় দেখুন

সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ভয়াবহ চক্রান্ত

ডেস্ক রিপোর্ট: পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ভয়াবহ চক্রান্তের খবর জানা গেছে। কিছুদিন আগে ঢাকার সবুজবাগের একটি মাদ্রাসা থেকে ত্রিপুরা জাতিসত্তার ১৬ শিশুকে উদ্ধারের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে এ চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে। তবে ১৬ শিশুর মধ্যে ৫ জনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকী ১১ জনের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব নিরীহ পাহাড়িদেরকে টাকা ও লেখা পড়া শেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে এসব শিশুদের তাদের হেফাজতে নিয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেয়। শিশুদের হেফাজতে নেয়ার সময় তারা অভিভাবকের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করে। এরপর তারা স্বাক্ষরযুক্ত কাগজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার নথিপত্র তৈরি করে ফেলে। পরে এসব নিরীহ শিশুদেরকে মগজ ধোলাই করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নাম রেখে দেয়া হয়। এ কাজে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার লোকজন জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৩২ জন, বান্দরবান জেলা থেকে ৪৬ জন এবং খাগড়াছড়ি থেকে ৬ জন পাহাড়ি শিশুকে বিভিন্ন মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

সাজেকে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ইউপিডিএফ'র উদ্যোগ

মাচলং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন

নবনির্মিত মাচলং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন ইউপিডিএফ নেতা শান্তিদেব চাকমা।

সাজেক প্রতিনিধি: ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর উদ্যোগে বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম সাজেক ইউনিয়নের 'মাচলং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে নবনির্মিত একটি বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ১১টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ফিতা ও কেক কেটে বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় সংগঠক শান্তিদেব চাকমা। এ সময় ইউপিডিএফের সাজেক ইউনিটের প্রধান সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। ইউপিডিএফ'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে সাজেক এলাকাবাসীর স্বেচ্ছাশ্রম ও আর্থিক সহযোগিতায় এ বিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হয়।

বিদ্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি অতুলাল চাকমার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাজেক ইউপি'র মেম্বার বিনয় কান্তি চাকমার পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন অমর শান্তি চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, সুজীত দে, সুপন চাকমা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা এই মাচলং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবহেলিত, শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত ও হতদরিদ্র দুর্গম সাজেক এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভা শেষে জ্ঞানকীর্তি চাকমার পরিচালনায় বিদ্যালয় হলরুমে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, দুর্গম ও যাতায়াতের অব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য এবং আশে-পাশে নিম্ন বা উচ্চ মাধ্যমিক কোন বিদ্যালয় না থাকায় সাজেক এলাকার ছেলে-মেয়েরা কোন রকমে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ঝড়ে পড়ে যায়। সরকার সবার জন্য শিক্ষা ঘোষণা করলেও মূলতঃ সাজেকের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। নব নির্মিত এই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অন্ধকারে জ্বলে উঠা অগ্নি শিখার মতো সাজেকের প্রতিটি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো প্রসারিত করবে এ প্রত্যাশা সবার। তাই বিদ্যালয় সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষানুরাগী, বিত্তবান ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও প্রশাসনের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন সাজেক এলাকাবাসী।

ঢাকায় গোলটেবিল বৈঠক

কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ বিষয়ে সিআইডি'র চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে গত ১১ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকায় এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোল টেবিল বৈঠক মিলনায়তন কক্ষে অনুষ্ঠিত "চিহ্নিত কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের রক্ষার্থে সিআইডি প্রণীত চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে" গোলটেবিল বৈঠকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আকমল হোসেন, ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমেনা মহসিন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মানস চৌধুরী, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আলবার্ট সরেন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি কবিতা চাকমা প্রমুখ। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক এচিং মারমা বৈঠকে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন।

বৈঠকে অধ্যাপক আকমল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ এক জাতি রাষ্ট্র নয়। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও এ দেশ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। ফলে এদেশে সংখ্যালঘু প্রান্তিক জাতিগুলো সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তিনি কল্পনা চাকমা অপহরণের সিআইডির তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে বলেন, পার্বত্য চুক্তি পাহাড়িদের শান্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দাবির সাথে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

আমেনা মহসিন বলেন, পৃথিবীর সামরিকায়িত অঞ্চলের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্যতম। তিনি বলেন, চুক্তির পর পাহাড়ে প্রতিবাদী আন্দোলনের ধারা দুর্বল হয়েছে। এক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের সঙ্গে ব্যাপকহারে এনজিও তৎপরতা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে।

তিনিও কল্পনা চাকমা অপহরণ বিষয়ে সিআইডির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণ বিষয়ে যদি পুনরায় সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটির রিপোর্টও যে একই পরিণতি হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ সরকারই এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই কল্পনা চাকমা অপহরণের সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

কল্পনা চাকমার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা কবিতা চাকমা বলেন, ইয়াসমিন হত্যার বিচার হলো কিন্তু কল্পনা ১০ পাতায় দেখুন